(যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের নির্ব্বাণ প্রকরণান্তর্গত)

চুড়ালা উপাখ্যান

সারসংগ্রহ।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

পুরাণপ্রকাশ যন্ত্র।

কলিকাতা—শ্যামবাজার,

গোপীমোহন দত্তের লেন নং ৫

সন ১২৮৪ সাল।

বিজ্ঞাপন।

অস্মদ্দেশীয় জ্ঞানানুষ্ঠায়ী পণ্ডিত সুধীর বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের মাহাত্ম্য সবিশেষ বিদিত আছেন, কিন্তু যাঁহারা অপ্রাপ্তিহেতুক উক্ত গ্রন্থ সম্যক্ প্রকারে অধ্যয়ন বা দৃষ্টি করেন নাই, তাঁহারা অনেকে লোকপরম্পরায় তাহার নাম ও মাহাত্ম্য অবশ্যই শ্রুত থাকিতে পারেন। অধ্যাত্ম শাস্ত্র সকলের মধ্যে যোগবাশিষ্ঠকে জ্ঞানরত্নের এক আকর বলা যাইতে পারে। তন্মধ্যে সুধারস পরিপূরিত যে সকল নীতি ও জ্ঞানগর্ভ সুললিত উপাখ্যান সকল দৃষ্টান্তচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে, আমি সেই সুধার্ণব মন্থন দ্বারা তন্মধ্যে এই চুড়ালারূপ নারীরত্নকে প্রাপ্ত হইয়া সাধারণের মনোরঞ্জনার্থ জনসমাজে স্থাপিত করিলাম। কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ সর্ব্বলোকে এই জ্ঞানসিদ্ধা সাধ্বী সতী কামিনীর দৃষ্টান্ত দেখিয়া যাহাতে ইঁহার সমগ্র গুণগ্রাহী হয়েন, এবং তত্ত্ববোধবিহীন বিষয় ব্যাবৃত গৃহস্থ ব্যক্তিদিগের যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান লাভে প্রবৃত্তি জন্মে, এই চুড়ালা উপাখ্যান সার সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার তাহাই তাৎপর্য্য। যাঁহারা এই চুড়ালার গুণগ্রাহী হইয়া তদনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের সাংসারিক সমুদায় কষ্ট ও দুঃখ নিরাকৃত হইয়া নিত্য সুখোৎপত্তি হইবেক, সন্দেহ নাই। পরন্তু যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থ মধ্যে এই উপাখ্যান ভাগ যেরূপ বাহুল্যরূপে বর্ণিত আছে এবং তাহাতে কএক স্থানে যে সমস্ত অলৌকিক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, আমি তত্তাবৎ একালের অনু-

পযোগী বিবেচনা করিয়া তাহার অধিকাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক উক্ত গ্রন্থের অন্য কোন কোন উপাখ্যানের স্থান বিশেষের তাৎপর্য্য-মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক এই উপাখ্যানের সহিত সংযুক্ত করিয়া ইহার, চুড়ালার উপাখ্যান সারসংগ্রহ, এই আখ্যা প্রদান করিলাম। যাঁহারা যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থ আদ্যোপান্ত বিশিষ্টরূপে পাঠ করিয়াছেন, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি যে তাঁহাদের পাঠোপযোগী হইয়া কোন উপকারে আসিবেক, আমি এমত সাহস করিয়া কদাপি বলিতে পারি না। তবে উক্ত গ্রন্থে যে সকল ব্যক্তির কিঞ্চিন্মাত্রও দৃষ্টি নাই এবং যাঁহারা যোগবাশিষ্ঠের কিছুমাত্র মর্ম্ম অবগত নহেন, তাঁহারা যে এই পুস্তক পাঠ করিয়া কথঞ্চিৎরূপে অশ্বাসিত হইবেন, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। অপর মনের ঔৎসুক্যবশতঃ এতদ্গ্রন্থ মধ্যে যে কিয়দংশ ভাষা পদ্য সমাবিষ্ট করা গেল, তদ্দ্বারা যাহাতে গ্রন্থগরিমার কোন মতে হানি না হয়, এমত চেষ্টা করা গিয়াছে, তথাপি কি জানি, ভ্রমবশতঃ যদি কোন স্থলে কোন ছলে দোষ-স্পর্শ হইয়া থাকে, তাহা সুবিচারক পাঠক মহাশয়েরা অপক্ষপাতে ক্ষমা করিয়া শুদ্ধ সার মর্ম্মমাত্র গ্রহণ করিবেন, এই প্রার্থনা ইতি।

শ্রীশ্রীকাশীগুরু ধাম
সন ১২৮৪ সাল
তাং ২রা ভাদ্র

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।
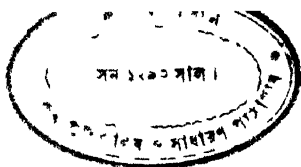
মঙ্গলাচরণ।

দিবি ভূমৌ তথাকাশে বহিরন্তশ্চ মে বিভুঃ।
যো বিভাত্যবভাসাত্মা তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥

স্বর্গ মর্ত্ত্য আকাশ পাতালে বিরাজিত।
বাহ্য ও অন্তরে প্রতিবিম্বরূপে স্থিত ॥
যে বিভু সর্ব্বত্রব্যাপী সর্ব্ব মূলাধার।
সেই সর্ব্বাত্মাকে আমি করি নমস্কার ॥

হে বিভু জগদীশ্বর, বাধা বিঘ্ন দূর কর,
তোমার মহিমা করি গান।
তুমি সর্ব্ব দেবেশ্বর, রোগ শোক ভয় হর,
তব নামামৃত করি পান ॥
যক্ষ রক্ষ কি অপ্সর, কিন্নর কি বিদ্যাধর,
সকলে তোমারে করে স্তব।
গন্ধর্ব্ব কি নারী নর, দেবদেবী হরি হর,
সর্ব্বদেব তোমাতে উদ্ভব ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল, দানা দৈত্য দিকপাল,
গুহ্যক পিশাচ নাগচয়।
অর্ণব কি নদ নদী, কীট ও পতঙ্গ আদি,
তোমার ইচ্ছাতে সৃষ্টি হয় ॥
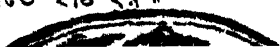
ক্ষিতি বায়ু আর জল, আকাশ এবং অনল,
তব ইচ্ছামাত্রেতে প্রকাশ।
ইচ্ছামতে সৃষ্টি হয়, তোমার ইচ্ছায় রয়,
তোমার ইচ্ছাতে হয় নাশ॥
যত সব মুনি ঋষি, নির্জ্জনেতে ধ্যানে বসি,
তোমারে করয়ে আরাধনা।
সুরাসুর আদি যত, তপস্যায় হয় রত,
মুক্তিহেতু তোমার সাধনা॥
শ্রুতি স্মৃতি কি বেদান্ত, ন্যায় শাস্ত্র কি সিদ্ধান্ত,
না পাইয়া তব নিরূপণ।
শেষ ধার্য্য এই যুক্তি, তুমি দাতা গতিমুক্তি,
আছ মাত্র নিত্য নিরঞ্জন॥
অনাদি অনন্ত সত্য, আমি কি জানিব তথ্য,
নিরুপম মহিমা তোমার।
তুমি সত্তা তুমি কর্ত্তা, তুমি স্রষ্টা তুমি হর্ত্তা,
পরমাত্মা ব্রহ্ম নিরাকার॥
তুমি হে নির্গুণ প্রভু, সগুণ নহেক কভু,
তুমি বিভু সত্য সনাতন।
আমি অতি হীনমতি, কি করিব তব স্তুতি,
পরাজয় মুনি ঋষিগণ॥
বাক্য মন অগোচর, তুমি ব্রহ্ম পরাৎপর,
বাড়া কি কহিব আমি আর।

তুমি মন বুদ্ধিযুক্তি, তুমি জীব গতি মুক্তি,
তোমা ছাড়া কিছু নাই সার ॥
হে প্রভু করুণাময়, আমারে হও সদয়,
উদয় হইয়া মম মনে।
অপরাধ ক্ষমা কর, মম দোষ পরিহর,
অধিষ্ঠিত থাক হৃদাসনে ॥
আমিতো পতিত বটে, বিদ্যা বুদ্ধি নাহি ঘটে,
ভরসা তোমার মাত্র ধ্যান।
তুমি সর্ব্ব সুখধাম, সিদ্ধ কর মনস্কাম,
যেন পাই শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান ॥
তুমি ত্রিভুবন স্বামী, গতিহীন জীব আমি,
ইচ্ছা তব করিতে অর্চ্চনা।
দোষ পূর্ণ এই দেহ, তোমা ভিন্ন নাহি কেহ,
মম দোষ করিবে মার্জ্জনা ॥
তুমি সিদ্ধিদাতা শিব, আমি অতি ক্ষুদ্র জীব,
আমার মানস পূর্ণ কর।
সর্ব্বতত্ত্ব জ্ঞান প্রতি, থাকে যেন মম মতি,
মুক্তি গতি দিয়া দুঃখ হর ॥

নিয়োজন।

দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম বিফলেতে যায় ওহে মন।
যদবধি দেহ আছে কুর তার কর্ত্তব্য সাধন ॥
শৈশবেতে শুভাশুভ জ্ঞান তব না ছিল তখন।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ভরে হরিলে যৌবন ॥
সম্মুখে জরা আগত তথাপি না হইলে চেতন।
উপায় কি হবে দেহ কালে গ্রাস করিবে যখন ॥
আত্ম পরিত্রাণপন্থা চিন্তা নাহি করিলে এখন।
মাতৃগর্ভে ছিলে বদ্ধ পুনরায় হইবে তেমন ॥
পিতা মাতা ভার্য্যা পুত্র ভাই বন্ধু আদি যত জন।
কাহারও নহে কেহ দিন তিন সম্বন্ধ মিলন ॥
ধন মান যশ কীর্ত্তি সম্পদ সুখের আকিঞ্চন।
অনিত্য ক্ষণিক স্থায়ী মিথ্যা মাত্র মোহের কারণ ॥
যাহে নিত্য সুখী হও চেষ্টা তার কর সর্ব্বক্ষণ।
সংসার ভ্রমণ দুঃখ পরিশ্রম হবে নিবারণ ॥
অজ্ঞানতা বিষলতা সমূলেতে করিয়া ছেদন।
চিত্তক্ষেত্রে জ্ঞানাঙ্কুর সযতনে করহ রোপণ ॥
শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া শান্তি ক্ষমা গুণ করিয়া ধারণ।
পর হিতে মতি রাখ সত্যধর্ম্ম কর আচরণ ॥
সাধুজ্ঞানী সমীপেতে জ্ঞানশাস্ত্র কর অধ্যয়ন।
মিথ্যা দৃষ্টি ত্যাগ তায় সন্দেহ হইবে নিরসন ॥

সংসার অসার বোধে চিত্তশুদ্ধি হইবে যখন।
তত্ত্বজ্ঞানে ইচ্ছা তবে বশীভূত হবে রিপুগণ॥
স্থিরপ্রজ্ঞ হও নিত্য সত্য আত্মা ব্রহ্মপরায়ণ।
ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু কদাপি না করিবে মনন॥
ব্রহ্ম চিন্তা ব্রহ্ম ধ্যান ব্রহ্মেতে চিত্তের নিয়োজন।
সর্ব্ব বস্তু বীজ ব্রহ্ম দৃঢ় মনে মনে রাখ মন॥
বাহ্যেতে না হয় যাঁর কোন মতে চিত্ত আকর্ষণ।
অন্তরেতে শান্তি সুধা পান করে সেই প্রজ্ঞ জন॥
স্থিরচিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানী যাঁর নাই বিষয়ে রমণ।
দেহসঙ্গ কর্ম্মাদিতে তিনি লিপ্ত নহে কদাচন॥
যে অবধি দেহ থাকে দুর্ব্বাসনা করিয়া বর্জ্জন।
বাহ্যে কর্ম্ম কর কিন্তু পরব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণ॥
অবিরুদ্ধ কর্ম্ম যাহা উপস্থিত যখন যেমন।
আসক্তি করিয়া ত্যাগ সেই কর্ম্ম কর সম্পাদন॥
জীবন্মুক্তিপদ লাভে হইবে সার্থক এ জীবন।
গর্ভকারাগারে বাস পুনরায় হবে না কখন॥

—০:(০—
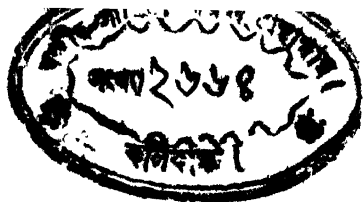
শ্রীশ্রীমন্নারায়ণো

জয়তি।

চুড়ালা উপাখ্যান।

অহং বদ্ধো বিমুক্তঃ স্যামিতি যস্যাস্তি নিশ্চয়ঃ।
নাত্যন্তাজ্ঞো ন তজ্জ্ঞোঽপি সোঽস্মিন্ শাস্ত্রেঽধিকারবান্॥

অর্থ। আমি বদ্ধ আছি ভবে, মুক্তি মম কিসে হবে,
এই মত বাসনা যাহার।
পূর্ণজ্ঞানী নাহি হয়, অথচ মূর্খও নয়,
এই শাস্ত্রে তার অধিকার॥

বশিষ্ঠ উবাচ। সর্ব্বমিদং পরিত্যজ্য ক্রোড়ীকৃত্য তজ্জঃ স্বয়ম্।
শান্তমাত্মনি তিষ্ঠ ত্বং শিখিধ্বজ ইবাচলঃ॥১॥

শ্রীরাম উবাচ। কোঽসৌ শিখিধ্বজো নাম কথং বা লব্ধবান্ পদম্।
এতন্মে কথয় ব্রহ্মন্! ভূয়ো বোধাভিবৃদ্ধয়ে॥২॥

বশিষ্ঠ উবাচ। দ্বাপরে পূর্ব্বমভবৎ অতীতে সপ্তমে মনৌ।
মানবানাং পুরে শ্রীমান্ শিখিধ্বজ ইতীশ্বরঃ॥৩॥
ধৈর্য্যৌদার্য্যদয়াযুক্তঃ ক্ষমাশমদমান্বিতঃ।
শূরঃ শুভসদাচারো মানী গুণগণাকরঃ॥৪॥
সুরাষ্ট্রাধিপতেঃ কন্যাং চুড়ালাং নাম নামতঃ।
উপযেমে সতীমাত্মসদৃশীং স শিখিধ্বজঃ॥৫॥

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! এই মায়াময় বস্তু সকল ত্যাগ করিয়া শমগুণ ক্রোড়ে করিয়া রাজা শিখিধ্বজের ন্যায় স্বয়ং আত্মাতে শান্ত হইয়া অচলরূপে স্থিত হও ॥১॥

রামচন্দ্র কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! শিখিধ্বজ নামে কোন্ ব্যক্তি কি প্রকারেই বা ব্রহ্মপদ লাভ করিয়াছিলেন। জ্ঞান-বৃদ্ধির নিমিত্ত আমাকে পুনর্ব্বার কহিতে আজ্ঞা হউক ॥২॥

শ্রীশ্রীমন্নারায়ণো জয়তি।

চূড়ালা উপাখ্যান।
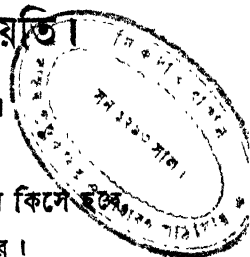
আমি বদ্ধ আছি ভবে, মুক্তি মম কিসে হবে,
এই মত বাসনা যাহার।
পূর্ণজ্ঞানী নাহি হয়, অথচ মূর্খও নয়,
জ্ঞানশাস্ত্রে তার অধিকার॥

সপ্তম মন্বন্তর অতীত হইলে দ্বাপর যুগে মনুষ্যলোকে শ্রীমান্ শিখিধ্বজ নামে এক মহা ঐশ্বর্য্যশালী প্রবলপ্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন। তৎকালে তাঁহার সমান ধীরপ্রকৃতি, গম্ভীর, সুশীল, অদাম্ভিক, বিচক্ষণ, দূরদর্শী, বিজ্ঞ, সরলান্তঃকরণ, শৌর্য্যবীর্য্যাদি গুণেতে ভূষিত, মহান্ বিদ্যাবান্, কামদেবের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, অসামান্য রূপবান্ একাধারে সর্ব্বগুণসম্পন্ন দ্বিতীয় প্রায় অন্য কোন রাজা ছিলেন না। দয়া দান দাক্ষিণ্য ধর্ম্মনিষ্ঠা সদাচার প্রভৃতি গুণনিচয় তাঁহার অঙ্গের ভূষণ স্বরূপ ছিল। তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি সদৃশ ও বিদ্যাতে সর্ব্ব শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। অপর তাঁহার লোভ ও ক্রোধ ছিল না সুতরাং ইহলোকে তাঁহার বিপক্ষও কেহ ছিল না। এইরূপ সর্ব্বগুণালঙ্কারভূষিত ভূপতি শিখিধ্বজ সিংহাসনাধিরোহণপূর্ব্বক সর্ব্বত্র সমান দৃষ্টি দ্বারা ন্যায়তঃ স্বরাজ্য পালন করিয়া সুখেতে বাস

করেন। সাগর যেমত স্বসীমা অতিক্রম করিয়া অন্যত্র গমন করে না, সেইরূপ সেই রাজা কখন বেদবিহিত শাস্ত্র-সিদ্ধ বিধি ব্যবস্থায় অতিক্রম করিতেন না।

কিয়দ্দিনানন্তর নৃপতি শিখিধ্বজ, উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্তে দারপরিগ্রহণেচ্ছুক হইয়া গুরুপুরোহিত ও অমাত্য-বর্গের অভিমতক্রমে স্বীয় বংশমর্য্যাদানুযায়ী আত্মকুলের সমযোগ্য সুরাষ্ট্রদেশাধিপতির দুহিতা চূড়ালা নামে এক পরম সুন্দরী অশেষগুণবতী সতী কামিনীকে শুভলগ্ন দিবসে বেদবিহিত মতে বিবাহ করিয়া স্বগৃহে আনয়নপূর্ব্বক নিজ পাটেশ্বরী পদে অভিষিক্ত করিলেন। শুভ অভিষে-কাদি মঙ্গল উৎসব কর্ম্ম সকল সানন্দে সমারোহের সহিত সমাধা হইলে পরে চূড়ালা নিরন্তর পতিভক্তি-পরায়ণা হইয়া স্বামীসহ হাস্য আমোদ ক্রীড়া কৌতুক রহস্য বিলাস রসালাপ দ্বারা ভর্ত্তার মনস্তুষ্টিসাধনে তৎপর থাকিয়া অন্তঃ-পুর মধ্যে সহচরীগণ সমভিব্যাহারে পরম হর্ষান্তঃকরণে অবস্থিতি করেন। রাজা নিজ প্রেয়সীর অনুপমেয় রূপ-লাবণ্য অপরিক্ষীণ বিদ্যাবুদ্ধি, ধর্ম্মনিষ্ঠা সতীত্ব সচ্চরিত্রাদি সদ্‌গুণনিচয়ে সাতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া তাদৃশ সর্ব্ব-গুণবতী শুভলক্ষণা ভার্য্যা লাভে আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিয়া অশেষ সুখী হইলেন। এইরূপে সেই রাজ-দম্পতির পরস্পরের সমান আসক্তচিত্ত সমান ভাব সমান স্নেহ সমান প্রণয় দিন দিন প্রগাঢ়বর্দ্ধিত হওয়াতে তাঁহারা

পূর্ণ পুলকিতান্তঃকরণে রমণীয় যৌবন লীলা দ্বারা অবিচ্ছেদে পরম সুখে কালযাপন করেন।

অনেক বৎসর পর্য্যন্ত সেই প্রকার সম্প্রীতি সহকারে আহ্লাদ আমোদের সহিত নিরুদ্বেগে অতুল ঐশ্বর্য্য সুখ-সম্ভোগ দ্বারা ক্রমে ক্রমে যৌবনকাল অতীত হইতে আরম্ভ হইলে বার্দ্ধক্যাবস্থা নিকটাগত জানিয়া একদা নির্জনোপবিষ্টা সেই রাজমহিষী চূড়ালার মনোমধ্যে অকস্মাৎ এই প্রকার বৈরাগ্যভাবের উদয় হইল যে, "হায় রক্তমাংসাস্থিময় অনিত্য জড় যে এই পাঞ্চভৌতিক শরীর, ইহার প্রতি মমতা করিয়া পরিণামে লোকে কি পর্য্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত না হয়। যাহা পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, এবং পরেও থাকিবে না, মধ্যে হইতে কেবল অল্পকালের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়া পরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এমত অনিশ্চিত অস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর দেহের প্রতি আস্থা ও যত্ন করিয়া নানা কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া অজ্ঞান মূর্খ লোক সকল মিথ্যা কষ্টভোগ করে মাত্র। এই দেহ প্রথমে কিছুই ছিল না, পরে পিতামাতার কামানুযায়ী প্রারব্ধ নিবন্ধন শোণিত ও শুক্রযোগে রক্ত ক্লেদ নাড়ী কৃমি কীটাদিবেষ্টিত মল মূত্র পরিপূরিত অশুচি সাক্ষাৎ নরকস্বরূপ ভয়ানক অন্ধকারময় গর্ব্তকারাগার মধ্যে ইহার উৎপত্তি হয়। পরে সেই স্থানে ক্রমে ক্রমে হস্তপাদাদি সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হইয়া নিয়মিত কালানুসারে ভূমিষ্ঠ হইলে জনকজননীর আনন্দের আর পরিসীমা থাকে

না। আত্মজীবনাপেক্ষা সমধিক যত্ন ও অশেষ স্নেহসহকারে শিশু সন্তানকে লালনপালন করিতে থাকেন। কোষকার ক্রমি যেমত স্বকীয় সূত্রেতে গুটিকা নির্ম্মাণ করিয়া স্বয়ং তন্মধ্যে বদ্ধ হইয়া নষ্ট হয়, সেইরূপ জীব স্বকীয় কর্ম্ম সূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রারব্ধবশত সমূহ দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

পিতামাতা কর্ত্তৃক পরিপোষণে পরিপুষ্ট ও সম্বর্দ্ধিত জ্ঞানহীন নানা দোষেতে পরিপূর্ণ সদসদ্বিবেচনাবিহীন অতিশয় চঞ্চল বুদ্ধিবিশিষ্ট আপাততঃ দৃশ্য মনোহর রমণীয় সেই সুমধুর বাল্য কাল অতীত হইলে কামেতে আহতচিত্ত হইয়া অতি সম্ভ্রমপূর্ব্বক যৌবনারোহণ করিয়া লোকে মহা-গর্ব্ব সহকারে সংসার পদবীতে পদক্ষেপ করিতে থাকে। তখন অহঙ্কারে মত্ত হইয়া শেষে এই শরীর মন বুদ্ধি ইন্দ্রি-য়াদির যে কি বিষম দুরবস্থা উপস্থিত হইবে, তাহা ভ্রমক্রমে একবারও কেহ মনোমধ্যে অনুশোচনা করে না। পর্ব্ব-তীয় নদী যেমত অল্পকাল মধ্যে পূর্ণ বেগবতী হইয়া অবি-লম্বেই শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ যৌবনকালও অতি ত্বরায় গত হয়। ধনুক হইতে নিক্ষিপ্ত বাণ যেমত শীঘ্র ছুটিয়া যায়, সেইরূপ সুখও দূরে পলায়ন করে। সুপক্ক ফল যেমত বৃক্ষেতে থাকে না, কালপূর্ণ হইলেই অচিরাৎ ভূমে পতিত হয়, সেইরূপ লোকের মরণ অনিবার্য্য, এবং পত্রাগ্রভাগলম্বিত পতনোন্মুখ জলবিন্দুর ন্যায় আয়ু ক্ষণভঙ্গুর, অহঙ্কার ও অবিবেকবশতঃ লোকের মনে এমত

সকল চিন্তার উদয়ই হয় না। প্রথমে বাল্যাবস্থা, মধ্যে যৌবন, পরে বার্দ্ধক্যাবস্থায় জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া কি ধনবান্ কি দরিদ্র কি পণ্ডিত কি মূর্খ অবশেষে সকলের শরীরই সমানরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অন্তরে এবং বাহিরে শুদ্ধ রক্তমাংসাস্থিময় অচেতন জড় যে এই শরীরগৃহ, ইহার ধর্ম্ম কেবল নাশকে পাওয়া। ইহাতে কল্যাণকর কি হয়, আর এ শরীরের রম্যতাই বা কি আছে যে, তাহাতে বিমুগ্ধ হইয়া লোকে স্বপ্নেও পরিণাম চিন্তা করে না। আমাদিগের বিপুল ঐশ্বর্য্য রাজ্য অশ্ব রথ গজ দাস দাসী সৈন্যসামন্তাদি সংমিলিত অসীম সুখসম্পত্তি সম্মুখে উপস্থিত থাকিতেও অনিবারণীয় জরার আগমন চিন্তায় মরণের ভয়ে আমি এক্ষণে অতিশয় দুঃখিত ও ভীত হইতেছি। যেমত হিমের দ্বারা পদ্মপুষ্প মলিন হইয়া নষ্ট হয়, সেইরূপ জরা আমাদিগকে নিপাত করিবার জন্য স্বায়ত্ত করিতে অগ্রসর হইতেছে। জীবনের প্রথমভাগ যে হিতাহিত বিবেচনাশূন্য চঞ্চল বুদ্ধিবিশিষ্ট বাল্যকাল, তাহা কেবল মিথ্যা খেলার দ্বারা নষ্ট করিয়া যৌবনারোহণপূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় পূর্ব্বাপর বিবেচনাবিহীন হইয়া বৃথা পাপ কর্ম্মাদি দ্বারা এতকাল বাল্যক্রীড়ার ন্যায় বৃথা পরমায়ুঃ ক্ষয় করা গিয়াছে। সম্প্রতি এই উপস্থিত বৃদ্ধাবস্থায় সর্ব্বপ্রকারে সামর্থ্য ও যোগ্যতাহীন হইয়া তাহার কি প্রতিকার করিতে পারিব। ইদানী এইরূপ ভয় ও দুঃখচিন্তায় আমার অন্তঃকরণকে

অতিশয় উদ্বিগ্ন ও নিতান্ত বিষণ্ণ করিয়া সমধিক ক্লেশ-প্রদান করিতেছে। এক্ষণে আমি কি উপায়ে এই দুঃখিত চিত্তকে শান্ত করি, কি প্রকারে আমি এই উপস্থিত চিন্তা-সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইব, ফলতঃ যাহা লব্ধ হইলে পুনর্ব্বার মনেতে আর কোন প্রকার দুঃখপ্রাপ্তি না হয়, এই সংসারের মধ্যে সেই বস্তু লোকের অতিশয় শুভদায়ক হয়, অতএব যাহাতে সম্যক্ প্রকারে আমার এই দুরন্ত মনোব্যাধির শান্তি হয়, যাহাতে আর পুনরায় এই দেহরূপ কারাগারে বদ্ধ হইয়া দারুণ দুঃখভোগ করিতে না হয়, এক্ষণ হইতে প্রাণপণে আমি তন্নিমিত্তে বিহিত যত্ন ও চেষ্টা করিব, যেহেতু শাস্ত্রবেত্তা জ্ঞানভূষণ পণ্ডিত-দিগের প্রমুখাৎ অবগত আছি যে, স্থিরচিত্ত হইয়া যত্নপূর্ব্বক অভ্যাস করিলে সিদ্ধ না হয় এমত বিষয়ই জগতে নাই।

সেই রাজমহিষী চূড়ালা, তদবধি স্বকীয় বুদ্ধিতে এই প্রকার বিচার ও চিন্তা দ্বারা কেবল আত্মজ্ঞানরূপ মন্ত্রের প্রভাবে সংসার বিসূচিকানামে ব্যাধির শান্তি হয়, ইহা নিশ্চয় জানিয়া সংসার ব্যাধির ঔষধ যে ব্রহ্মবিদ্যা উপ-নিষৎ শাস্ত্র তাহা অতিশয় যত্নসহকারে দৃঢ় মনোযোগপূর্ব্বক অধ্যয়ন অভ্যাস স্মরণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা অবিরত ব্রহ্ম-জ্ঞানাভ্যাসে আসক্তচিত্ত হইয়া ব্রহ্মগতচিত্ত ব্রহ্মগতপ্রাণ ব্রহ্মজ্ঞ সঙ্গাসক্তমন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানীর পূজাপরায়ণ

হইয়া নিরন্তর ব্রহ্ম বিচার দ্বারা পরমাত্মযোগসাধনে প্রবৃত্তা হইলেন।

এক সময়ে সতত ব্রহ্মবেত্তাদিগের মুখ হইতে শ্রুত সংসার তারণ তরণী তুল্য শাস্ত্রার্থ সকল আলোচনায় প্রবৃত্তা হইয়া স্বীয় সমুজ্জ্বল বুদ্ধির দ্বারা মনোমধ্যে এইরূপ বিচার করেন যে, "দিবারাত্রি মধ্যে কি নিমিত্ত আমি আত্মাকে ব্যবহার ব্যাপারে নিযুক্ত করিব, কিম্বা কি নিমিত্তই বা না করিব, কদলী বৃক্ষের ন্যায় অসার যে এই সংসার ধর্ম্ম ব্যবহার কর্ম্ম, ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়া আমি অকারণে কেন আত্মাকে আবদ্ধ করিব। অথবা এই উপস্থিত বিষয় ত্যাগ করিয়াই বা আমার কি ইষ্টলাভ হইবেক, কি প্রকারে এতাবৎ বিচার করিতে করিতে স্বকীয় আত্মাকে আমি চিত্তদর্পণে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইব। এক্ষণে এইরূপ চিন্তা করিতেছি, যে আমি এই শরীর দ্বারা স্নান ভোজন শয়ন গমন উপবেশনাদি কর্ম্ম করিয়া স্থিত হই, যে আমি এই মন দ্বারা নানা সদসৎ বস্তুর চিন্তা, ও নানা ভাবাভাব বিষয় সকল মনন দ্বারা ত্যাগ গ্রহণ কল্পনা করিতেছি, সে আমি কি বস্তু, কিরূপ, এই দেহ জ্ঞানরহিত পঞ্চভূতের সমষ্টি জড়পদার্থ মাত্র, মরণে চৈতন্য থাকে না, এজন্য দেহরূপ আমি নহি, কর্ম্মে-ন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলও দেহ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ জড়, যেহেতু মনের সঙ্কল্পের দ্বারা প্রেরিত হয়। এ বিধায় ইন্দ্রিয়রূপও আমি নহি, কেবল মিথ্যা সঙ্কল্প শক্তিবিশিষ্ট

বুদ্ধির নিশ্চয়করণক প্রেরিত হয় যে মন তাহাও আমি নহি। অপর সেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও জড় অসত্য, কেন না তাহা অহঙ্কার দ্বারা বহনীয়া হয়, একারণ বুদ্ধিরূপ আমি নহি, আর সে অহঙ্কারও নিঃসার অসৎ পদার্থ। ভ্রমাত্মক জীব হইতে তাহা উৎপন্ন হয়। অতএব অহঙ্কার আমি নহি, পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ ভ্রান্তিযুক্ত হৃদয়স্থিত প্রাণ বায়ুর দ্বারা জীবনবিশিষ্ট হয় যে জীব, সে জীবও আমি নহি, এই শরীর মন ইন্দ্রিয়াদি সকল মিথ্যা, এসকল কেবল অহঙ্কার ও অবিবেক দ্বারা সত্যের ন্যায় প্রকাশ পায়। অহো আশ্চর্য্য জানিলাম, ইহ জগতে বাহ্যদৃশ্য বস্তুমাত্র সকল মিথ্যা, আকাশের ন্যায় নির্ম্মল সর্ব্বত্র সমান মায়ার অতীত শান্ত অক্ষয় শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ সকলের নিয়ন্তা সাক্ষি-স্বরূপ— সচ্চিদানন্দময় এক চৈতন্যমাত্র বর্ত্তমান আছেন। যাঁহা হইতে এই সমুদায় বিশ্বব্যাপার প্রকাশ পাইতেছে, যাঁহাকে বেদেতে চিৎসৎ পরমব্রহ্ম পরমাত্মাদি সংজ্ঞার দ্বারা তটস্থরূপে পুনঃ পুনঃ স্তব করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অন্য পদার্থ এ সংসারে নাই।

সুবুদ্ধি চুড়ালা প্রতিদিন এইরূপে নিরন্তর স্বকীয় আত্মার অতিশয় ভাবনা করাতে অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা নিত্য প্রকৃত ব্রহ্মেতে স্থিতা ও ব্রহ্মাচারচারিণী হইয়া পরমাত্মার লাভে পরিপূর্ণ অন্তঃকরণ সকল উপমার অতীত অনির্ব্বচ-নীয় রূপধারণ দ্বারা সুখদুঃখাদিবিহীন উদ্বেগশূন্য নির্ম্মল

শান্ত পদে অবস্থিতা হইলেন। আত্মবিবেকের সর্ব্বদা দৃঢ়
অভ্যাসক্রমে পরমাত্মার পূর্ণ জ্ঞান উদয় হওয়াতে সেই
রাজ্ঞী নব প্রস্ফুটিত মনোহর সুকোমল নীলপদ্মের ন্যায়
অতিশয় সুন্দরশোভান্বিতা ও দেবকন্যার সদৃশ অশেষ-
কান্তিবিশিষ্টা হইলেন। রাজা শিখিধ্বজ নিজ অনিন্দিতা
গুণবতী ভার্য্যার তাদৃশ সৌন্দর্য্য শোভা দর্শন করিয়া প্রীতি-
প্রফুল্ল অন্তঃকরণে এক দিবস প্রিয়তমাকে ক্রোড়ে বসাইয়া
সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রেয়সি! অমৃত পান
করিলে কিম্বা ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলে যে প্রকার নির্ম্মল
সুকোমল অনির্ব্বচনীয় সুন্দর শ্রী প্রাপ্ত হয়, তোমাকে
সেইরূপ আনন্দপূর্ণ সমান স্বভাব বিষয় ভোগে কৃপণতাশূন্য
শান্ত গম্ভীর সুপ্রসন্নচিত্ত দেখিতেছি, ইহার কারণ কি?
হে সুন্দরি! তোমাকে প্রকৃত স্বর্গকামিনীর ন্যায় অশেষ-
কান্তি সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট অনুপম রূপবতী নবযৌবনযুক্তা
যুবতীর ন্যায় অতিশয় শ্রীমতী দেখিতেছি, তোমার এ
প্রকার অসামান্য রূপলাবণ্যযুক্ত নবযৌবন কি প্রকারে
পুনরাগত হইল, তাহা আমার প্রীত্যর্থে যথার্থ বল।

রাজমহিষী প্রাণপতির এই প্রকার বাক্য শ্রবণে ঈষৎ
হাস্যবদনে মধুর স্বরেতে প্রত্যুত্তর করিলেন, প্রাণনাথ!
তোমার আজ্ঞা আমি অবশ্য পালন করিব, অতএব আত্ম-
বিবরণ প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর, "এই যৎ-
কিঞ্চিৎ বাহ্য বস্তু সকল যাহা দেখা যাইতেছে, এ সকল

মিথ্যা ভ্রমরূপ মাত্র, এ সকলের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে ধ্যানের দ্বারা বাক্য মনের অগোচর ইন্দ্রিয়াদির অগম্য আকারবিহীন অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ কোন অনির্ব্বচনীয় বস্তু প্রাপ্ত হওয়াতে শ্রীমতী হই। মায়াময় বস্তুমাত্রের যেরূপে উৎপত্তি ও যেরূপে নাশ হয়, তাহা আমি জানি, এবং কোপহর্ষশোকাদিবিকার আমার মনেতে নাই। তোমার এই মহৎ ঐশ্বর্য্য রাজ্যভোগেতেও আমার মন রত হয় না, সতত আত্মদৃষ্টি দ্বারা সর্ব্বদা কেবল অহোরাত্র স্বহৃদয়ে রমণ করি। শরীরের প্রতি দ্বেষ হয় এবং যে বাক্যেতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, এমত বাক্যের দ্বারা শাস্ত্র দৃষ্টিরূপ সখীর সহিত একাকিনী সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকি। চক্ষু কর্ণ নাসিকারূপ ছিদ্র দ্বারা চিত্তেতে প্রকাশ পায় যে সকল বস্তু ও যে সকল বিষয় তাহা অসত্য, তাহা ভিন্ন সর্ব্বসারাৎসার যে পদার্থ, সেই সত্য আমি আত্মরূপে দর্শন করি। হে নাথ! আমি অন্তরে কি বাহিরে অন্য আর কিছুই দেখি না, হে প্রাণনাথ! শরীরাদি কোন বস্তুরূপিণী আমি নহি, জগতের পরমেশ্বর আমি, ইহা নিশ্চয় জানিয়া অন্তরাত্মাতে সদা পূর্ণ পরিতৃপ্ত আছি। এই কারণে সদানন্দময়ী হইয়া শ্রীমতী হই।

পরমাত্মাতে বিশ্রান্তিপ্রাপ্তা নিজ পাটেশ্বরীর তাদৃশ আশ্চর্য্য জ্ঞানযুক্ত গভীর বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া রাজা তাহার যথার্থ মর্ম্ম না বুঝিয়া পরিহাসক্রমে কহিলেন, প্রিয়ে!

তুমি অতি অদ্ভুত নিতান্ত অসংলগ্ন এ সকল কথা কহিতেছ। যেহেতু প্রত্যক্ষ উপস্থিত যে, এই কিঞ্চিৎ বস্তু তাহা পরিত্যাগ করিয়া অনুমানের অতীত অনিশ্চিত অপ্রত্যক্ষ অতি অকিঞ্চিৎ বস্তুর গ্রহণে যে অভিলাষ করে, তাহার আর প্রশংসা কি, যে বস্তু সকলে দেখে তাহা তুমি দেখ না, আর যাহা সকলে না দেখে তাহা তুমি দেখ, এইরূপ মিথ্যা প্রলাপ অকস্মাৎ তোমার মনে কিরূপে উদয় হইল। ইহাতে তোমার প্রশংসার বিষয় কি! তুমি বালিকার ন্যায় চঞ্চল-স্বভাব কোমলবুদ্ধি জ্ঞানহীন স্ত্রীলোক, তোমার মুখে তাদৃশ বৈরাগ্য রসগর্ব্বিত বাক্য শোভা পায় না, অতএব হে প্রিয়ে! সুন্দরি! হাস্যপরিহাস রহস্য কৌতুক রসালাপ দ্বারা আমোদ করিতেছ, করহ। মাধ্যাহ্নিক স্নানের সময় উপস্থিত, এক্ষণে আমি বাহিরে গমন করি। ভূপতি প্রেয়সীকে মিষ্ট সম্ভাষণ দ্বারা এইরূপে উপহাস করিয়া বহির্ব্বাটীতে গমন করিলে চুড়ালা নিতান্ত খেদিত হইয়া মনোমধ্যে চিন্তা করেন, যে হায় কি আক্ষেপের বিষয়! এ কি কষ্ট! যেহেতু আমার প্রাণেশ্বর রাজা আত্মাতে বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হয়েন নাই, সেই নিমিত্তে আমার কথিত বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে পারিলেন না। তবে আমি অন্য কি উপায়ে প্রাণপতিকে প্রবোধ প্রদান করিব, কি প্রকারে আমি স্বকীয় প্রাণবল্লভকে স্বাভিলষিত বস্তু দর্শন করাইব। এইরূপ চিন্তায় খেদিতান্তঃকরণে আত্মব্যবহার ব্যাপারে

নিযুক্তা হইয়া পূর্ব্ববৎ নির্জ্জনে নিরন্তর পরমাত্মার ধ্যানও যোগাভ্যাসে প্রবৃত্তা হইলেন। সময়ান্তরে নিজ নাথের তত্ত্বজ্ঞানামৃতপ্রাপ্তির নিমিত্ত বহু প্রবোধ বাক্যের দ্বারা বিশেষ যত্ন করেন, কিন্তু বালকে যেমত বিদ্যার গুণ জানে না, সেইরূপ অনেক প্রকার প্রবোধ বাক্য শুনিলেও রাজা তাহার তাৎপর্য্যার্থ মর্ম্ম কিছুই গ্রহণ করিলেন না, এবং বহুকালেও তাদৃশ নিজ গুণবতী ভার্য্যার অশেষ গুণ কোন প্রকারে জানিতে পারিলেন না।

অনন্তর এইরূপে বহুবর্ষ গত হইলে সেই রাজার তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি না হওয়াতে মোহ দুঃখরূপ অগ্নিতে দগ্ধচিত্ত হইয়া সেই উপস্থিত ঐশ্বর্য্য রাজ্যেতে কিছুও সুখানুভব হইল না। রাজা স্বচিত্তের স্বাস্থ্যলাভার্থে অনেক ধনাদি দান তীর্থ পর্য্যটন তপস্যা চান্দ্রায়ণ ব্রত নিয়মাদি বহুবিধ পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও মনেতে ভাবনার দ্বারা অতি দীন ভাবে সেই ঐশ্বর্য্য রাজ্যাদি বিষের তুল্য দর্শন করাতে অন্তঃকরণের কিঞ্চিৎ দুঃখও পরিত্যাগ পাইল না।

কিয়দ্দিবস এইরূপে গত হইলে এক দিবস ভূপতি শিখিধ্বজ নির্জ্জনে নিজ ক্রোড়োপবিষ্টা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে মধুর স্বরে কহিলেন, প্রেয়সি! সকল সৌভাগ্যযুক্ত আমি চিরকাল নির্ব্বিঘ্নে অশেষ প্রকারে রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিলাম। পৃথিবীর যাবদীয় ঐশ্বর্য্যসম্পত্তি সমুদায় দৃষ্ট হইল। এক্ষণে আর আমার এ সকল কোন কিছুতেই সুখা-

সুভব হয় না। সম্প্রতি বিষয়েতে বিরক্তচিত্ত হইয়া আমি বনে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যে সুরম্য কাননে লোকসঙ্গ দ্বারা মন মোহপ্রাপ্ত না হয়, যেখানে অসৎসঙ্গ নাই, এমত নির্জ্জন বনবাসেতে রাজ্যসুখ অপেক্ষা অধিক সুখ উপলব্ধি হয়, ইহা আমি নিশ্চয় জানিতেছি। যেমত নির্জ্জনে এক স্থানে মনের যেরূপ নিবৃত্তি হয়, তেমত আর কিছুতেই হয় না, অতএব তুমি এই রাজ্য পালন করিয়া কুটুম্ব পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ দ্বারা গৃহেতে অবস্থান কর। স্বামীর বনগমনে গৃহিণী সাধ্বী স্ত্রীর সর্ব্বথা এইরূপ কর্ত্তব্য ব্রত জানিবে। চূড়ালা রাজার মুখ হইতে এইরূপ অপ্রীতি-কর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণবদনে উত্তর করিলেন, মহা-রাজ! সকল কার্য্যেরই নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারিত আছে। তাহাতে যে কালে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য ও করিবার যোগ্য, তাহাই করা উচিত, নতুবা অকালে অবিধানকৃত কোন কর্ম্ম কখন শুভফলদায়ক হইয়া শোভা পায় না। যখন মান্যতার হানি হয়, ধনশূন্যতাহেতুক যাচকগণ বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায়, পরিবারবর্গ নষ্ট হয়, বন্ধুগণ সমাদর না করে, এবং যৌবনাবস্থা গত হইয়া লোকসমাজে কেবল বিড়ম্বনার পাত্র হইয়া কষ্টে জীবন ধারণ করিতে হয়, এমত দুরবস্থা প্রাপ্ত আতুর ব্যক্তির বনাশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ঐশ্বর্য্যযুক্ত রাজা কিম্বা যুবা পুরুষের অরণ্যবাস কোন মতে বিধেয় নহে, এ বিধায় হে হৃদয়বল্লভ নাথ! তোমার বনগমনে

আমার কোন মতে ইচ্ছা নাই। রাজা কহিলেন, প্রেয়সি! পতিপরায়ণা কুলস্ত্রীতে স্বপ্নেও কখন স্বামীর ইচ্ছার অন্যথা করেন না, অতএব তুমি আমার এই অভিলষিত নিশ্চয় মন্ত্রণায় কদাচ বাধা জন্মাইবে না। আমি অনেকদূরস্থ নিবিড় বনমধ্যে প্রস্থান করিয়াছি, জানিবে। নৃপতি স্বীয় প্রাণেশ্বরী প্রিয়তমা ভার্য্যাকে এইরূপ কহিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহিরে গমনপূর্ব্বক তদ্দিনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল যথাবিধানে সমাধা করিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে দিবাবসান হইয়া সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলে ঘোর অন্ধকারযুক্ত রজনী আগতা হইল। তদনন্তর ভূপতি সায়ংসন্ধ্যাদি নিত্য-ক্রিয়া সমুদায় সমাপন করিয়া প্রেয়সী মহিষীর সহিত দুগ্ধ-ফেন-নিভ সুকোমল সুশোভন শয্যাতে শান্তচিত্তে শয়ন করিলেন। অনন্তর অর্দ্ধরাত্রি সময়ে সকল দিক্ নিস্তব্ধ ও লোক সকল ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলে রাজা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পালঙ্কোপরি ভার্য্যাকে একাকিনী পরিত্যাগপূর্ব্বক খড়্গহস্তে একাকী নিঃশব্দে রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া নির্ভয়ে ক্রমে ক্রমে নগর গ্রাম পুর সকল ছাড়াইয়া রাত্রিতে বৃক্ষমূলে বাস ও দিবাভাগে গমন করিতে করিতে দশ দিবস পরে জনস্থান হইতে অনেক দূর মন্দার-পর্ব্বতের নিকট দুর্গম এক জনশূন্য ভয়ানক অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই বনে নানা ফল পুষ্পপত্রাদিতে শোভিত বৃক্ষশ্রেণীতে শোভমান, এবং পুরাতন ভগ্ন

গৃহাদিও শীর্ণ বেদি সকল দেখিয়া বোধ হয় সে স্থানে পূর্ব্বে কোন কালে তপস্বী ঋষিগণের তপস্যাশ্রম ছিল। এমত দংশ মশকাদি ও অন্য হিংস্রক জন্তু আদির ভয়বিহীন সিদ্ধগণসেব্য এক পুষ্পলতাশ্রমের মধ্যে মনোহর স্থান অন্বেষণ করিয়া সমান ভূমিতে এক কুটির নির্ম্মাণ করিয়া ফলমূল ভোজনপাত্র অর্ঘ্যপাত্র কমণ্ডলু জপমালা শীত নিবারণার্থ কন্থা পরিধানার্থ বৃক্ষত্বক্ বল্কল মৃগচর্ম্মাদি আনিয়া সংগ্রহপূর্ব্বক সেই ভূপতি প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাদি কার্য্য সমাপনান্তে এক প্রহর পর্য্যন্ত জপ করেন, দুই প্রহর অবধি পুষ্পচয়ন স্নান দেবার্চ্চনাদি কর্ম্ম সমাধা করিয়া ভোজনান্তে জিতেন্দ্রিয় হইয়া একাকী কালযাপন করেন।

এখানে রাত্রি দুই প্রহরের সময় রাজা বনে গমন করিলে গ্রামেতে সুপ্তা হরিণীর ন্যায় ভয়েতে সচকিতনেত্রে চূড়ালা শীঘ্র জাগরিতা হইয়া পতিশূন্য শয্যা দর্শন করিয়া অতিশয় বিষাদিতান্তঃকরণে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শয্যা পার্শ্বে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিলেন, যে এ কি দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইল। স্বামী আমার এমত ঐশ্বর্য্য রাজ্য গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া আমাকে একাকিনী রাখিয়া নিশ্চয় বনে গমন করিয়াছেন, তবে একাকিনী গৃহে বাস করিয়া আমার কি প্রয়োজন। স্বামীই স্ত্রীলোকের প্রকৃত গতি, ও জীব-নের অবলম্বনস্বরূপ, ইহা বিধাতা সৃষ্টিকালাবধি নিবন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, এক্ষণে আমি সেই প্রাণেশ্বর পতি-

বিরহে একাকিনী কিরূপে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইব, অতএব বিলম্বে প্রয়োজন নাই আমিও এক্ষণেই অদ্য প্রাণকান্তের পশ্চাৎ গমন করি। শুভবুদ্ধিমতী রাজমহিষী চুড়ালা মনোমধ্যে এইরূপ পতির অনুগমন স্থির করিয়া অদৃশ্যরূপে সকলের নয়নপথের বহির্ভূতা হইয়া স্বগৃহ হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক কিয়দ্দূর গমন করিলে সেই ঘোর অন্ধকার রজনীতে পথের মধ্যে এক স্থানে রাজার দর্শন পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলেন, যে আমি বিবিধ প্রবোধ বাক্যের দ্বারা নৃপতিকে বুঝাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করিলে বোধ করি আমার বাক্যে সম্মত হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিতে পারেন, পুনরায় ভাবিলেন যে, তাহাই বা কিরূপে হইবে যেহেতু পূর্ব্বে যখন ইনি আমার নিকটে আপনার বনাশ্রয়-গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, আমি তৎকালে বারম্বার স্বীয় অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া ইঁহাকে নিষেধ করিয়া ছিলাম, কিন্তু ইনি তাহা না শুনিয়া, "যাহা আমার ইচ্ছা হইয়াছে তাহাতে কোন মতে বাধা জন্মাইও না" পুনঃ পুনঃ এই প্রকার কহিয়া আমাকে নিরস্ত করিয়াছেন। এক্ষণে যদি আমি স্বামীর সেই অভিপ্রায়ের অন্যথাচরণে প্রবৃত্তা হইয়া ইঁহার গমনে বাধা প্রদান করি, কিম্বা ইঁহার পশ্চাৎ সঙ্গে সঙ্গে গমন করি, তবে নৃপতির তাহাতে ক্রোধ উপস্থিত হইতে পারে। তাহা হইলে আমার মঙ্গল সম্ভাবনা কি?

ভর্ত্তার ইচ্ছাও অভিমত কার্য্য করাই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম, অতএব সম্প্রতি আমি স্বামীর সেই ইচ্ছার অন্যথা কদাচ করিব না, কিয়দ্দিবস পরে ভূপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রবোধ প্রদান দ্বারা গৃহে প্রত্যানয়নে যত্ন পাইব, এক্ষণে বহু চেষ্টা করিলেও ইনি যে গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন, এমত বোধ হইতেছে না, রাজমহিষী চূড়ালা স্বকীয় ধৈর্য্যযুক্ত শান্ত বুদ্ধিতে এইরূপ স্থির করিয়া সেই রাত্রিতে রাজার অগোচরে তাঁহার পশ্চাৎ হইতে স্বগৃহে পুনরাগমনপূর্ব্বক পূর্ব্বমত স্বশয্যাতে শয়ন করিয়া আত্মচিন্তায় মগ্ন হইয়া যামিনী যাপন করিলেন।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইলে উষা অবসানে পূর্ব্ব-দিক্ হইতে গলিত স্বুবর্ণরাশি ধারা বর্ষণের ন্যায় তরুণ অরুণ কিরণচ্ছটায় পৃথিবীর সকল দিক্ সমুজ্জ্বল শোভাযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইল। এই কালে রাজমহিষী প্রাতঃ-কৃত্যাদি সমাপনান্তে মন্ত্রী ও রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজা-বর্গকে আহ্বান করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, সম্প্রতি মহারাজ শিখিধ্বজ কিয়দ্দিনের নিমিত্তে কার্য্যবিশেষে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতি হেতুক তোমরা উদ্বিগ্ন না হইয়া যাবৎ তিনি পুনরাগমন না করেন তাবৎ রাজ্যের চিরস্থাপিত নিয়মানুযায়ী যথাবৎ কর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবে। বুদ্ধিমতী চূড়ালা প্রজা ও অমাত্যবর্গকে এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া তদবধি

অষ্টাদশবর্ষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমান দৃষ্টির দ্বারা রাজার ন্যায় অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সুন্দররূপে সেই রাজ্যপালন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গৃহেতে অবস্থান করেন। ওখানে রাজাও নিবিড় অরণ্যে দৃঢ়ব্রত হইয়া একাগ্রচিত্তে কঠোর তপস্যাচরণ করেন।

অষ্টাদশবর্ষ অতীত হইলে একদা রাজমহিষী চূড়ালা নিজ প্রাণকান্তের সহিত সাক্ষাৎকরণাভিলাষে মন্দার পর্ব্বতে গমন করিতে মানস করিয়া এক দিবস নির্জ্জনে একাকিনী অদৃশ্যরূপে নিজ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া যোগবলে অবিলম্বে মন্দারগিরির সেই বন মধ্যে রাজা শিখিধ্বজের তপস্যাশ্রম ভূমিতে উপস্থিত হইলেন, এবং বৃক্ষান্তরাল হইতে দূরে সেই আশ্রমস্থ কুটির মধ্যে বিকৃতাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ নিজ নাথের জীর্ণ দেহ দর্শন করিয়া অতিশয় দুঃখিতচিত্তে চিন্তা করিলেন, যে হায় এ কি কষ্ট! একি বিধির বিড়ম্বনা! এ কি আশ্চর্য্য! সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ব্যক্তির একি মহামূর্খতা! যাহাতে তাদৃশ জ্ঞান ও গুণযুক্ত পুরুষও এমত কুরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন! যাহা হউক অদ্য আমি অবশ্যই প্রাণেশ্বরকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া জ্ঞেয় ব্রহ্ম বস্তু জানাইয়া ভোগ মোক্ষ শ্রী প্রদান করিব, সন্দেহ নাই। কিন্তু গৃহে নিবাসকালে নিজ স্ত্রীরূপে পুনঃপুনঃ উপদেশ করিলেও, "তুমি মূর্খা অবলা চঞ্চলবুদ্ধি স্ত্রীলোক" এই প্রকার কহিয়া তাচ্ছল্য বোধে আমার সে উপদেশ বাক্য সকল গ্রাহ্য করেন নাই,

সম্প্রতি বনবাসে তপস্যার দ্বারা ইন্দ্রিয় পরিপাকে রাজার সুনির্ম্মল পরিপক্ক বুদ্ধি হইয়াছে। একারণ অনুমান করি যে, এক্ষণে তাদৃশ নির্ম্মল স্থির বুদ্ধিতে উপদেশ প্রাপ্ত হইলে অচিরাৎ স্বকীয় ব্রহ্মরূপ প্রকাশ পাইতে পারিবে, অতএব এক্ষণে আমি এ স্থানে নিজরূপ পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে আমার উপদেশ বাক্যে রাজার প্রতীতি হইয়া প্রবোধ প্রাপ্ত হয়েন, এমত অন্য কোন প্রচ্ছন্নবেশে স্বামীকে প্রবোধ-প্রদানার্থ নিকটে গমন করিব।

জ্ঞানসিদ্ধা চূড়ালা এইরূপ স্থির করিয়া সঙ্কল্পমাত্র ক্ষণ-কাল মধ্যে সেই স্থানে নিজ স্ত্রীরূপ পরিত্যাগ করিয়া পরম-সুন্দর এক ব্রাহ্মণ বালকের আকার বেশ ধারণ পূর্ব্বক ভূপ-তির সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শুদ্ধ যজ্ঞোপবীত স্কন্ধে শুভ্র বস্ত্র পরিধান বস্ত্রাবৃতদেহ মুক্তাহারাদি অলঙ্কারে ভূষিত চন্দ্রবিম্ব প্রায় মুখ ও হস্তপদাদি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গলিত স্বর্ণবর্ণপ্রায় মনোহররূপনিধান দ্বিজ বালককে দেখিয়া, রাজা দেবপুত্র জ্ঞানে আসন হইতে গাত্রোত্থান করতঃ বহু সম্মানপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া, হে দেবপুত্র! কুশলে আগমন হইয়াছে, এই আসনে উপবেশন কর, ইহা কহিয়া পত্রনির্ম্মিত আসন প্রদান করিলেন, চূড়ালাও হে রাজর্ষে! তোমাকে নমস্কার করি, ইহা কহিয়া পত্রাসনোপবিষ্টা হইলে, রাজা পুনর্ব্বার সম্ভ্রমপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাভাগ দেবপুত্র! কোন্ স্থান হইতে অদ্য এখানে তোমার শুভা-

গমন হইয়াছে; যেহেতু তোমার শুভদর্শনে অদ্যকার দিবস আমার সফল হইল। রাজা এই কথা বলিয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে বিপ্ররূপী নিজ পত্নী চুড়ালাকে দেবতা জ্ঞান করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য পুষ্পমালাদি প্রদান দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলেন।

চুড়ালা কহিলেন, হে রাজর্ষে! তুমি সাধু সুনির্ম্মল অন্তঃকরণে পাপ দূরে পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষ যোগ্য অক্ষয় তপস্যা সঞ্চয় করিতেছ, যে হেতু ভোগ করিবার যোগ্য সমুদায় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ক্ষোভরহিত চিত্তে তুমি এই বনাশ্রমবাসের কষ্ট গ্রহণ করিয়াছ, অতএব তোমার এই শান্ত তপস্যারূপ ব্রত অখণ্ডিত হইয়া তুমি চিরজীবী হইবে, আমার এমত নিশ্চয় বোধ হইতেছে।

রাজা কহিলেন, হে ভগবন্! তুমি দেবতা সর্ব্বজ্ঞ, উত্তম শ্রী চিহ্নের দ্বারা তুমি কোন দেবপুত্র হইবে, এমত অনুমান হইতেছে, অতএব হে দেব! তুমি কে, কাহার পুত্র, কি নিমিত্তে এই ভয়ানক দুর্গম জনশূন্য অরণ্যে আগমন করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ, বিস্তারিত কহিয়া আমার সংশয় দূর কর।

চুড়ালা কহিলেন, মহাত্মন্! মহৎলোকের বাক্য দুর্লঙ্ঘ্য, অতএব তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই জগতে শুদ্ধচিত্ত শান্তরসাস্পদ ত্রিলোকদর্শী বৈষ্ণবপ্রধান নারদ নামে এক মুনি আছেন। এক দিবস তিনি ইত-

স্তুতঃ ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়গুহার নীচে ঘোর তরঙ্গযুক্ত গঙ্গাতীরে স্ত্রীলোকের কঙ্কণধ্বনি শ্রবণ করিয়া গঙ্গার শোভা সন্দর্শন করতঃ কিয়দ্দূর গমন করিয়া গঙ্গা-তটে এক স্থানে রম্ভা তিলোত্তমা মেনকা প্রভৃতি সর্গ-কামিনীদিগকে দেখিতে পাইলেন। পুরুষের গতায়াত বিহীন সেই নির্জ্জন প্রদেশে পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই স্বর্গবেশ্যাগণ নিঃশঙ্কচিত্তে জলক্রীড়া করিতেছিল। তাহাদিগের অসামান্য রূপলাবণ্য সুনির্ম্মল মুখশ্রী ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমুদায়ের নিরুপম সৌন্দর্য্য শোভা দ্বারা দর্পণন্যায় নির্ম্মল শরীরে পরস্পরের শরীর প্রতিবিম্বিত হওয়াতে বিশ্বরূপ একত্র স্থিত অথবা দ্বাদশ চন্দ্রোদয়ে আকাশের যেমত আশ্চর্য্য শোভার সম্ভাবনা অনুভব হয়, সেই স্থানে সেইরূপ অতি বিস্ময়জনক অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়া-ছিল। সেই কালে সেই আশ্চর্য্য মনোহারিণী লাবণ্যবতী সুন্দরী কামিনীদিগকে দর্শন করিয়া সেই মুনির মন অসীম আনন্দযুক্ত হওয়াতে বিবেকত্যাগে কামবিকার প্রাপ্ত হইয়া হঠাৎ সেই স্থানে তাঁহার রেতঃস্খলন হয়। তদনন্তর তিনি সেই বীর্য্য পার্শ্বস্থ স্ফটিক কুম্ভের মধ্যে স্থাপন করিয়া দুগ্ধের দ্বারা সেই কুম্ভ পূর্ণ করিলে পর ক্রমে ক্রমে পূর্ণ দেহ প্রাপ্ত হইয়া কিয়দ্দিবস পরে সময় ক্রমে আমি তন্মধ্য হইতে নির্গত হইলাম। সেই অহং নামে দীপ্যমান আমার নাম কুম্ভ। কুম্ভমধ্যে জন্ম বিধায় নামও আমার

কুম্ভ। পিতা ও আমি পিতামহ ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া নিত্য ব্রহ্মানন্দ সুখে অবস্থিত আছি। আমার মাতা সরস্বতী, মাতৃভগ্নী গায়ত্রী। চারি বেদের সহিত আমার লীলা প্রকাশ। এই প্রকারে যথা কামে এই জগতে আমি সর্ব্বত্র বিহার করি। অদ্য তোমার আশ্রম দর্শনে কৌতূহলান্বিত হইয়া এস্থানে তোমার নিকট আগমন করিয়াছি।

রাজা কহিলেন, হে দেব! সাধুসঙ্গ দ্বারা আমার মন যেমত শীতল হয়, রাজ্যলাভাদি অন্য কিছুতেই তেমত তৃপ্তি আমার হয় না। অদ্য তোমার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া আমি ধন্য হইলাম। হে দেবপুত্র! সম্প্রতি আর এক সন্দেহ আমার অন্তঃকরণে উপস্থিত হইল, কালত্রয়দর্শী সিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত সেই নারদ মুনি কি হেতু কি প্রকারে কামের বশতাপন্ন হইয়া বিকার প্রাপ্ত হইলেন, বিস্তারিত কহিয়া আমার সংশয় দূর করহ।

চুড়ালা কহেন। এক নিত্য সত্যস্বরূপ নির্ম্মল ব্রহ্মরূপ এক নিমেষমাত্র বিস্মরণ হইলে বাহ্য দৃশ্য বস্তুতে মনকে আকর্ষণ করে। অন্তঃকরণরূপ অন্তঃপুর হইতে মন ক্ষণমাত্র বাহিরে গমন করিলে ইন্দ্রিয়গণও অত্যন্ত বশীভূত ভৃত্যের ন্যায় তাহার পশ্চাতে সঙ্গে গমন করে। এইরূপে বাহ্যবিষয়াকৃষ্ট মনেতে কাম ক্রোধ লোভাদি নানা বিকারের উৎপত্তি হয়। নিরন্তর ব্রহ্মানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

তাহাতে ক্ষণমাত্র বিচলিত হইলে মন স্বভাবতঃ বাহ্যবিষয়েতে আকৃষ্ট হওয়াতে কাম ক্রোধ হর্ষ শোকাদি নানাবিধ বিকার প্রাপ্ত হয়। হে সাধো! এই কারণে সেই মুনির মনে কাম বিকার উপস্থিত হইয়াছিল। ফলতঃ সে কাম তাঁহার গণনার বিষয় নহে। হে রাজর্ষে! এই আমি আত্মবিবরণ সমুদায় তোমার নিকট কহিলাম, এক্ষণে তুমি কে? কি নিমিত্তে এই দুর্গম পর্ব্বতারণ্য আশ্রয় করিয়া বনবাসে আপন শরীরকে কষ্ট প্রদান করিতেছ, বিস্তারিত বল।

রাজা কহিলেন, হে মুনিপুত্র! তুমি সর্ব্বজ্ঞ, দূরদৃষ্টি জ্ঞান দ্বারা সকল জানিতেছ, তথাপি জিজ্ঞাসা করিলে, অতএব আপন বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করহ।

আমি শিখিধ্বজনামে রাজা। ইহ সংসারে কর্ম্মশৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে বদ্ধ হওয়াতে জন্ম মরণরূপ গতায়াতের দ্বারা গর্ত্তকারাগারের মধ্যে প্রবেশ ভয়েতে ভীত হইয়া বিবেকাশ্রয়পূর্ব্বক রাজ্য ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া এই বনে পর্ব্বতগুহার আশ্রয়ে বাস করিতেছি। সম্যক্ প্রকারে লোকসংসর্গবিহীন এই অরণ্যবাস দ্বারা বহু কঠোর তপস্যা করিলেও আমার তাদৃশ তাপিত অন্তঃকরণে কোন প্রকারে শান্তিলাভ হয় না, সর্ব্বদা বিষের ন্যায় হৃদয় দগ্ধ করে, হে মুনিসুত! অদ্য এ স্থানে তোমার সন্দর্শনে তোমার বাক্যামৃতাভিষেক দ্বারা আমি অনেক শান্ত হইলাম।

চূড়ালা কহিলেন, হে ক্ষিতিপাল! তপস্যা জপ দান

তীর্থসেবা ব্রতনিয়মাদি কর্ম্ম সকল কেবল কালযাপনার্থ মাত্র হয়, সদ্‌গুরু হইতে উপদেশপ্রাপ্তি নিজ বুদ্ধি যুক্তি ও শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তাহাই শ্রেয়ঃসাধন জানিবে। অজ্ঞানদিগের নিমিত্ত জপ তপ ব্রতনিয়মাদি বিবিধ কর্ম্মের বিধান হইয়াছে। জ্ঞানী ব্যক্তির কোন বাসনা না থাকাতে শ্যামালতা যেমত ফলে না, সেইরূপ কর্ম্মাদি কোন ইষ্টফলজনক হয় না। বিষয় জন্য সুখদুঃখ প্রকাশের নাম বন্ধন। সেই বন্ধন মোচন হইলেই মোক্ষ হয়, এইরূপ ব্যবস্থা বিচার দ্বারা অদ্বৈত এক জ্ঞেয় ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু না থাকাতে সুখদুঃখাদি কিছুই নাই, এইরূপ স্থির জ্ঞান হইলে জীব ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। যেমত ভ্রমরহিত ব্যক্তির নির্জ্জল ভূমিতে মৃগতৃষ্ণিকাদৃষ্টে জল বোধ হয় না, সেইরূপ সর্ব্ব বস্তু পরমাত্মা ও ব্রহ্মস্বরূপ, এইরূপ স্থির ভাবনা দ্বারা যাহার এই অসার জগদ্ভ্রম সমূলে বিনষ্ট হয়, তাহার আর কোন বাসনার উদয় হয় না, হে ভূপ! সেই বাসনার নাশ হইলে পুনঃপুনঃ জন্মমরণবর্জ্জিত হইয়া সংসার হইতে মুক্তি হয়। সংসার তারণের কারণ জ্ঞান। সেই জ্ঞানার্জ্জন না করিয়া অজ্ঞানীর ন্যায় কেন বৃথা মুগ্ধ হইতেছ। আমি কে? কিরূপ, এই জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং কিরূপেই বা শান্ত হইবে, এই প্রকার বিচার দ্বারা যথার্থ দর্শন না করিয়া মূঢ়ের ন্যায় কেন কষ্ট-ভোগ করিতেছ। জীবের বন্ধন কিরূপে হয়, এবং কিরূপেই

বা মোক্ষ হয়, এইরূপ সর্ব্বদা বিচার দ্বারা পূর্ব্বাপরদর্শী জ্ঞানীদিগের পথ কেন না আশ্রয় কর, সর্ব্বত্র সমানদর্শী সাধুদিগের সেবা, প্রশ্ন এবং সাধুসঙ্গ দ্বারা সেই মুক্তিলাভ হয়। তাহাতে এই অসার সংসাররূপ ভ্রম সমূলে পরিত্যাগ হয়। রাজা দেবরূপিণী নিজ ভার্য্যার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দাশ্রুনয়নে কহিলেন, হে দেব! চিরকালের পরে সম্প্রতি তুমি আমাকে অতি আশ্চর্য্যবোধ প্রদান করিলে, অতএব তুমি আমার পিতৃতুল্য গুরু ও পরম মিত্র জানিলাম। হে দেব! আমি তোমার অনুগত শরণাপন্ন শিষ্য, আমি তোমার চরণে প্রণাম করি, কৃপা করিয়া এই জগতের মধ্যে যে বস্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট জান, যাহা জ্ঞাত হইলে অন্তঃকরণে শোকদুঃখাদি কিছু সংলগ্ন না হয়, যাহাতে পরমনির্ব্বৃত্তি প্রাপ্ত হই, সেই সর্ব্বসারাৎসার পরমাত্মা পরমব্রহ্মতত্ত্ব আমাকে উপদেশ কর।

চূড়ালা কহিলেন, রাজন্! যদি আমার উপদেশবাক্যে তোমার প্রতীতি হয়, তবে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। বালকে যেমত পিতামাতার হিতোপদেশ বাক্য সকল গ্রাহ্য করে, সেইমত তুমিও আমার উপদেশ বাক্য সকল গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। যে ব্যক্তি শাস্ত্রার্থ কুশল, অথচ তত্ত্বজ্ঞানে পণ্ডিত নহে, সেই পুরুষ জ্ঞান উপদেশের যোগ্যপাত্র। হে মহীপতে! সেইরূপ সৎপাত্র তুমি, যেহেতু তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা বটে,

কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানে সুশিক্ষিত হও নাই, সেই নিমিত্তে তত্ত্ব-জ্ঞান দ্বারা অকৃত্রিম যে চিন্তামণির সাধন, তাহা তোমার সিদ্ধ হয় নাই। তুমি সেই সর্ব্বদুঃখনাশক সর্ব্বত্যাগরূপ চিন্তামণির সাধনে যত্নবান্ হইয়া রাজ্য ধন গৃহভার্য্যাদি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছ, এবং চিন্তামণিভ্রমে এই তপস্যারূপ কাচমণি প্রাপ্ত হইয়া বৃথা এইরূপ দুঃখভোগ করিতেছ। অপরিমিত সর্ব্বত্যাগরূপ পূর্ণ পরমানন্দ পরি-ত্যাগ করিয়া যে পুরুষ অল্পপরিমিত দুঃসাধ্য বস্তুর প্রাপ্তির নিমিত্ত যত্নবান্ হয়, তাহাকে শাস্ত্রেতে আত্মঘাতী শঠ কহেন। আশা লৌহরজ্জু অপেক্ষা বিষম দৃঢ়। কালক্রমে লৌহরজ্জু ক্ষয় হইয়া যায়, কিন্তু আশা ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। পুরুষ যে কালে বিষয়ভোগের আশা পরি-ত্যাগ করেন, তৎকালে তাঁহার অজ্ঞানরূপ ভূত সকল পবন পরিচালিত বৃক্ষের ন্যায় কম্পান্বিত হইতে থাকে। অতএব হে ভূপতে! যেকালে তুমি বিষয়ভোগের আশা ত্যাগ করিয়া রাজ্যধন গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলে সেই সময়ে যদি সর্ব্বত্যাগরূপ খড়্গ দ্বারা সেই পতিত ক্ষীণ অজ্ঞানকে নষ্ট করিতে, তাহা হইলে তপস্যারূপ প্রপঞ্চ গর্ত্তে পতিত হইয়া এক্ষণকার ন্যায় দুঃখপ্রাপ্ত হইতে না।

রাজা কহিলেন, হে দেব! রাজ্য দেশ গৃহ ঐশ্বর্য্য ভার্য্যাদি সকল পরিত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন বনাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে কি আমার সর্ব্বত্যাগ হয় নাই?

চূড়ালা কহিলেন, রাজ্য, ধন, গৃহ, ঐশ্বর্য্য, ভার্য্যা ও ভাই, বন্ধু ইত্যাদি কিছুই তোমার নহে। এসকল ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ বস্তু তোমার আছে। তুমি তাহা নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়া পরম অশোচ্য পদ প্রাপ্ত হও। রাজা কহিলেন. ভগবন্! রাজ্য, ধন, গৃহ, ঐশ্বর্য্য, ভার্য্যাদি যদি কিছুই আমার না হইল, তবে বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদিযুক্ত এই বন আমার, এখন ইহাতেও আমি আস্থা পরিত্যাগ করিলাম। চূড়ালা কহিলেন, পর্ব্বত, বন, বৃক্ষ স্থলাদি ত্যাগেও তোমার সর্ব্বত্যাগ হইবে না, এসকল অপেক্ষাও সর্ব্বোত্তম কোন বস্তু তোমার আছে। রাজা কহিলেন, এই সকল পর্ব্বত বন বৃক্ষাদিও যদি আমার নহে, তবে শিলা, কুটির, সরোবরাদিতে শোভমান গৃহাঙ্গনাদিযুক্ত এই পুষ্পলতাশ্রম আমার, আমি ইহাও পরিত্যাগ করিলাম। চূড়ালা কহিলেন, রাজন্! এই আশ্রম ত্যাগ করাতেও তোমার সর্ব্বত্যাগ হইবে না, এ সকল অপেক্ষাও অত্যুৎকৃষ্ট কোন বস্তু তোমার আছে। রাজা কহিলেন, যদি এ সকল কিছুই আমার না হইল, তবে স্নান, ভোজন, শয়ন, গমন, উপবেশনাদি কর্ম্ম আমার, আমি তাহা হইতেও বাসনা পরিত্যাগ করিয়া স্থিত হইলাম। চূড়ালা কহিলেন, হে ভূপতে! এখন পর্য্যন্তও তোমার সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হয় নাই। যাহার নাম সর্ব্বত্যাগ, সেই পূর্ণ পরমানন্দপ্রাপ্তি জানিবে। রাজা কহিলেন, হে ভগবন্! সকল বিষয় পরিত্যাগ

করিয়া রক্তমাংসাস্থিময় কেবল এই দেহমাত্র আমার অবশিষ্ট আছে। তবে এখন ইহাও আমি পরিত্যাগ করি। রাজা এই কথা বলিয়া দেহত্যাগার্থ নিকটবর্ত্তি পর্ব্বতগহ্বর মধ্যে পতিত হইবার মানসে দ্রুতবেগে গমনোদ্যত হইলে, চূড়ালা বলপূর্ব্বক রাজার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, রাজন্! অকালে পাঞ্চভৌতিক জড় এই অনিত্য শরীর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া তুমি নিতান্ত মূর্খ অজ্ঞানীর ন্যায় কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছ, যেহেতু এই শরীর ত্যাগেও তোমার সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হইবে না, সর্ব্বত্যাগ অতি দুঃসাধ্য বিষয় জানিবে। যাহার দ্বারা এই দেহ ক্ষুব্ধ ও প্রসন্ন হয়, যে বস্তু দ্বারা সুখদুঃখাদি অনুভব হয়, যে বস্তু জন্মকর্ম্মের বীজ, সেই পাপস্বরূপ বস্তু যদি তুমি অশেষ প্রকারে পরিত্যাগ করিতে পার, তবে তোমার বিধিমত প্রকারে সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধি হইবে। রাজা কহিলেন, হে দেব! কি বস্তুর দ্বারা দেহ ক্ষুব্ধ ও প্রসন্ন হয়, এবং জন্মকর্ম্মের বীজ বা কোন্ বস্তু, তাহা বিশেষ করিয়া বল। চূড়ালা কহিলেন, জন্মকর্ম্মের বীজ, ও শোকহর্ষাদির কারণ চিত্ত। যে চিত্ত দেহকে চালনা করে, সেই চিত্ত ত্যাগ হইলেই সর্ব্বত্যাগ হয়। ইহা শাস্ত্রে কহেন, সেই চিত্ত ত্যাগের দ্বারা সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধি হইলে ভেদাভেদরহিত বিকারাদি শূন্য শান্ত কেবল এক পরম পদ অবশিষ্ট থাকে, অতএব সর্ব্বত্যাগ পরমানন্দরূপ, অন্য কর্ম্মাদি কেবল দুঃখরূপ মাত্র

জানিবে। রাজা কহিলেন, হে দেব! চিত্তের আকার কি প্রকার, এবং সেই চিত্তত্যাগই বা কি উপায়ে হয়, আমাকে বিস্তারপূর্ব্বক বিশেষ করিয়া বল। তাহা জ্ঞাত হইয়া আমি সেই চিত্তত্যাগে যত্ন করিতে পারি।

চূড়ালা কহিলেন, মহত্তত্ত্ব হইতে প্রকাশিত অন্তরেতে জ্ঞানরূপ অহংপদার্থের যে উদয় হয়, অর্থাৎ আমি এইরূপ যে এক জ্ঞান উদয় হয়, সেই অহংজ্ঞান চিত্তবৃক্ষের বীজ। সেই অহংজ্ঞানের যে অনুভবরূপ অঙ্কুর অর্থাৎ যাহা দ্বারা বস্তুর নিশ্চয় হয়, সেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জানিবে, অপর সেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সঙ্কল্পশক্তিযুক্ত যে স্থূলরূপ তাহারই নাম চিত্ত, শাস্ত্রে কহিয়াছেন। নানা প্রকার শুভাশুভ বাসনা সেই চিত্তবৃক্ষের শাখাস্বরূপ। তাহাতে বিবিধ ফলোৎপত্তি হয়। অতএব তুমি সেই দুষ্ট-চিত্ত বৃক্ষের শাখা সকল ছেদন করিয়া শেষ তাহার মুখ্য মূল যে অহঙ্কার তাহা বিধিমত প্রকারে বিনাশ করিতে যত্নবান্ হও। চিত্তবৃক্ষের মূল ও অঙ্কুরের সহিত যে উৎ-পাটন, তাহারই নাম সর্ব্বত্যাগ, ত্যাগবেত্তারা বলেন, শাখাচ্ছেদন গৌণ কর্ম্ম, মূলচ্ছেদন মুখ্য কর্ম্ম। প্রথমতঃ তুমি তাহার শাখা সকল চ্ছেদন দ্বারা পরে তাহার মূল পর্য্যন্ত দগ্ধ কর, তবে তোমার চিত্ত অচিত্তরূপে স্থিত হই-বেক। যে ব্যক্তি বস্তু মাত্রেতে অনাসক্ত, বিরুদ্ধবিচারণ-ত্যাগী ও উপস্থিত কর্ম্মকারী হয়, তাহার চিত্ত ত্যাগ

হইয়া সেই ব্যক্তি সর্ব্বত্যাগী হয়। রাজা কহিলেন, হে দেব! দুর্জ্জয় অহঙ্কার যাহার মূল, এমত দুষ্টচিত্ত বৃক্ষের দাহন কার্য্যে কোন অগ্নি প্রয়োগ বিধেয়। চূড়ালা কহিলেন, আমি কে? কিরূপ, কোথা হইতে আসিয়াছি, পরেই বা কোথায় যাইব, কি প্রকারে আমি এই দেহ-পিঞ্জর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চিরকাল আবদ্ধ রহিয়াছি, এই শরীররূপ কারাগার মধ্যে আমাকে কে চিরকাল বদ্ধ রাখিয়াছে, এবং এই অনিত্য জড় দেহের মধ্যে কোন্ স্থানেই বা আমি আছি, এইরূপ সর্ব্বদা যে স্বকীয় আত্মার বিচার, সেই বিচারাগ্নি চিত্তবৃক্ষের দাহনকার্য্যে উপযুক্ত হয়। তুমি সেইরূপ বিচারাগ্নির দ্বারা চিত্তবৃক্ষের মূলসমেত দগ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত শান্ত ও স্বভাবস্থ হও।

রাজা কহিলেন, মুনে! আমি স্বকীয় বুদ্ধির দ্বারা অনেক প্রকারে আত্মবিচার করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু অহং নামে স্থিতি কুত্রাপি প্রাপ্ত হই নাই। রক্তমাংস অস্থি শিরা নখ কেশ লোমাদিবিশিষ্ট জড় এই শরীর আমি নহি। কর্ম্মেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি কোন বস্তু আমি নহি। হে মুনে! এই দেহের বাহিরে এবং অন্তরে নখাগ্র ভাগ হইতে কেশাগ্র ভাগ পর্য্যন্ত আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া দেখিয়াছি। তাহাতে কোথায় যে আমি আছি, এমত নিশ্চিত স্থান জানিতে পারি নাই; তথাপি এই প্রকার অনেক বিচার করিলেও সেই দারুণ চিত্তবৃক্ষের বীজ যে অহঙ্কার তাহা

অকারণে নিশ্চয় আমার অন্তঃকরণে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। আমি সেই চিত্তমূল অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করিবার উপায় জানি না, বারম্বার আমি তাহা পরিত্যাগ করিলেও সে অহঙ্কার আমাকে কোন প্রকারে পরিত্যাগ করে না। অনেক চেষ্টা ও যত্ন করিয়াও যখন তাহা কোন প্রকারে পরিত্যাগ হইল না, তখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বনাশ্রয় গ্রহণ দ্বারা এই তপস্যারূপ ব্রতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহাতেও যে শেষ কি ফলোৎপত্তি হইবে, তাহাও আমি বিশেষ জানি না। হে দেব! সম্প্রতি তোমার বাক্যরূপ মধুপানে আমার চিত্তভ্রমর অসীম সন্তোষপ্রাপ্ত হইতেছে, অতএব হে মুনে! হে গুরো! সেই দারুণ অহঙ্কার যাহাতে নিরাকৃত হয়, এই মহাসংসারভ্রম যাহাতে নিবৃত্তি পাইয়া পুনঃপুনঃ জন্মরূপ দৃঢ় বন্ধনে পুনরায় আবদ্ধ হইতে না হয়, আমার দুঃখশান্তির নিমিত্তে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সেই তত্ত্ব উপদেশ করুন।

চূড়ালা কহিলেন, যাবৎ পর্য্যন্ত অজ্ঞান সম্বন্ধ, যাবৎ ব্রহ্মের অচিন্তা, যাবৎ জগদ্বস্তুতে আস্থা থাকে, তাবৎ মন, চিত্তাদি কল্পনা থাকে, যাবৎ শরীরের প্রতি অহংভাব, যাবৎ দৃশ্য বস্তুতে মন গমন করে, যাবৎ পর্য্যন্ত এই বস্তু আমার, এই কর্ম্ম আমার, এই বিষয় আমার, এইরূপ বাহ্য বিষয় সকলেতে মনের আস্থা থাকে, তাবৎ পর্য্যন্ত মনচিত্তাদির ভ্রম দূর হয় না, যাবৎ পর্য্যন্ত চিত্তাদির ভ্রম

নিবৃত্তি না হয়, যাবৎ কাম ক্রোধ লোভাদি রিপুসমুদায় স্ববশ না হয়, যাবৎ বিষয়েতে প্রবৃত্তি থাকে, যাবৎ বাহ্য-দৃষ্টি সমুদায় পরিত্যাগ দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত অজ্ঞান সম্বন্ধ দৃঢ়রূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। হে ভূপ! এই সংসারমার্গ কেবল অজ্ঞানীদের প্রমাদেতে প্রবাহিত হই-তেছে, জ্ঞানীজনের নিমিত্তে সে পথ রুদ্ধ, যেহেতু তাঁহারা এই দেহের দ্বারাই সংসার সমুদ্রের পার গত হইয়াছেন। অজ্ঞানী ব্যক্তিরা সকল আপদের গৃহস্বরূপ হয়, হে নৃপতে! পূর্ণপরমানন্দরূপ সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্ম বোধ হীন অধম অজ্ঞানীজনের কোন্ আপদ্ না হয় বল; জ্ঞানী জনের বুদ্ধিতে যে জগৎসংসার অতি কোমল গোষ্পদ অপেক্ষাও হীন বোধ হয়, অজ্ঞানী ব্যক্তির বুদ্ধিতে সেই জগৎ অতি গম্ভীর অনন্ত অপার জ্ঞান হয়। আর অজ্ঞানীর নিকটে যে জগৎসংসার সমূহ দুঃখময়স্বরূপ প্রকাশ পায়। জ্ঞানীর সম্বন্ধে সেই জগৎ পূর্ণপরমানন্দরূপ ব্রহ্মময় দর্শন হয়। অন্ন-বস্ত্র হীন অজ্ঞানী দরিদ্র ব্যক্তিরা যেমন অন্ন বস্ত্রের জন্য লালায়িত, সেইরূপ অজ্ঞানী ধনবান্ ব্যক্তিদিগের বিপুল ঐশ্বর্য্য থাকিতেও তাহারা ধনের নিমিত্তে এমনই লালায়িত যে অতিব্যগ্রতা সহকারে তাহার রক্ষণে ও তদুপার্জ্জনে প্রবৃত্ত থাকিয়া চিরকাল মহাগর্ব্বের সহিত বৃথা পরমায়ু ক্ষয় করে, স্বপ্নেও একবার মনোমধ্যে বিবেক, বৈরা-গ্যকে আহ্বান করে না। বাস্তবিক কি ধনবান্, কি দরিদ্র

কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, যে কোন ব্যক্তির অজ্ঞান দূরীকৃত হইয়া ক্রমে চিত্ত নির্ম্মল হয়, সেই পুরুষের পূর্ব্ব নিজ নির্ম্মল স্বভাব স্মরণ হওয়াতে বাহ্য সকল বিষয় শান্ত হয়। অজ্ঞানী ব্যক্তিরা চির অভ্যাসাধীন অবিনাশি, নির্ম্মল, বিকার বিহীন নিজ আত্মস্বরূপ বিস্মরণ হওয়াতে অহংজ্ঞানে দেহ ভাবনার দ্বারা অহং কর্ত্তা অহং ভোক্তা ইত্যাদি রূপ বিষয় চিন্তায় সংসার মায়াতে মুগ্ধ হইয়া মনেতে শোক হর্ষ সুখ দুঃখাদি-রূপ নানাপ্রকার বিকার প্রাপ্ত হয়। অতএব হে ভূপতে! দেহরূপ তুমি নহ, এবং মন, বুদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কিম্বা কর্ম্মে-ন্দ্রিয়াদি কোন বস্তুরূপ তুমি নহ, তুমি নির্ম্মল, প্রকাশরূপ, অবিনাশি, শান্ত, অক্ষয়, অনন্ত, অনাদি, বিকারবিহীন নিরোগী জন্ম মরণ রহিত সচ্চিদানন্দময় পূর্ণপরমানন্দ নিত্য অদ্বিতীয় এক পরমাত্মার স্বরূপ নিজরূপ স্মরণ কর। এই শরীর নাশে তোমার নাশ নাই, তুমি নিজ আত্মস্বরূপ বিস্মরণ হইয়া কদাচ দেহরূপ ভাবনা করিবে না, দেহাভি-মানই সকল আপদের মূল। তুমি সর্ব্বতঃ প্রকারে দেহাভি-মান রহিত হইয়া সর্ব্বদা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা নিজ আত্মরূপ ভাবনা করহ। সকল আপদের গৃহ অনিত্য মহানিষ্টকর যে অহঙ্কার তাহাত পরিণামে কোন উপকারে আইসে না। হে রাজন্! তুমি সর্ব্বদা অহঙ্কারকে অসৎ সর্ব্বাপদের মূল জানিয়া অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা বাহ্য সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কদাচ খিন্ন কি বিষণ্ণ হইবে না। তাহাতে তোমার

অহঙ্কারও পরিত্যাগ হইবেক। তুমি অহঙ্কারকে নিতান্ত নিন্দনীয় অতিভয়ানক বৈরিস্বরূপ জানিয়া কদাচ তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত জানিবে।

রাজা কহিলেন, হে ভগবন্ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ মুনে! অহঙ্কাররূপ চিত্তগলিত হইলে কিম্বা এই অহঙ্কার দূরীকৃত হইয়া নাশপ্রাপ্ত হইলে, নিরহঙ্কার চিত্তের চিহ্ন কিরূপ হয়, বিস্তারপূর্ব্বক বলিতে আজ্ঞা হউক।

চূড়ালা কহিলেন, পদ্ম পত্রেতে জল যেমত লিপ্ত হয় না, সেইরূপ অহঙ্কার হীন পুরুষের চিত্তেতে লোভ মোহাদি দোষ কখন লিপ্ত হয় না। কমলপত্র যেমন জলেতে থাকিয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ বিগতাহঙ্কার ব্যক্তির স্বভাব ক্রমে লোভ মোহাদি দোষ উপস্থিত হইলেও তাহাতে তিনি কদাচ লিপ্ত হয়েন না। লোভাদির কারণ অহঙ্কার চিত্ত হইতে দূরীকৃত হইলে সকল দোষ ও সকল পাপ নষ্ট হওয়াতে হর্ষ-শোকাদিতে চিত্ত লিপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি অহঙ্কাররূপ দুষ্ট পিশাচের বশীভূত নহেন, তাঁহার বাসনা গ্রন্থি সকল অতিশয় ছিন্নভিন্ন হইয়া কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি রিপুসকল অনেক দূরে পলায়ন করে, এবং তাঁহার ইন্দ্রিয়ের উচ্চ উল্লাস ও খেদ প্রকাশ থাকে না। অহঙ্কার হীন ব্যক্তির দুঃখপ্রাপ্তি নাই, এবং সুখের প্রগলভতাও নাই। তিনি বিপদেও বিমর্ষ হয়েন না, এবং সম্পদেও আহ্লাদিত হয়েন না। সুখ দুঃখাদিতে

তাঁহার চিত্ত কদাচ লিপ্ত হয় না। সেই জনের মোক্ষের প্রতি-বন্ধ জনক বস্তুর সেবা হয় না। তাঁহার শরীর তৃষ্ণাহীন, নির্ম্মল, রাগাদিশূন্য, পাপ রহিত, কান্তিবিশিষ্ট বলবান্ হয়। ভাবাভাবাদিবিরুদ্ধধর্ম্মযুক্ত মহৎ আশ্চর্য্য এই সংসার-ভ্রম তাঁহার আনন্দার্থ কিম্বা খেদার্থ হয় না। আপনার মূর্খত্ব প্রকাশ দ্বারা কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। পরে সেই মূর্খত্ব দূর হইলেই কর্ম্মের লয় হয়। অতএব তুমি পুরুষকার আশ্রয় দ্বারা অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া গুরু, শাস্ত্র, এবং পরমাত্মা, এই তিনের সঙ্গ গ্রহণ করতঃ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আপনার মূর্খত্ব দূর কর, পরন্তু কেবল শাস্ত্রার্থ জ্ঞান, কিম্বা কেবল গুরূ-পদেশ বাক্যের দ্বারা পরমাত্মার বোধ হয় না। স্বভাবতঃ স্বকীয় আত্মবোধ দ্বারা পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশ পান, অথচ গুরূপদেশ ও শাস্ত্রার্থজ্ঞান ব্যতিরেকেও আত্মবোধ হয় না। অতএব শাস্ত্রার্থজ্ঞান গুরূপদেশ এবং স্বকীয়-আত্মবোধ, এই তিনের চিরকাল দৃঢ় অভ্যাস দ্বারা পরমাত্মজ্ঞান প্রকাশ পায়। হে মহীপতে! পৃথক্ শরীরে পৃথক্ পৃথক্ যে জীবাত্মা দেখা যায়, সেই পৃথক্ শরীরস্থিত জীবাত্মাকে যে ব্যক্তি আপনার স্বরূপে একাত্মা বলিয়া জানে, সেই ব্যক্তি যথার্থ দর্শন করে, সকল শরীরই এক শরীর, সকল মনুষ্যই এক মনুষ্য, সকল জীবই এক জীব, এইরূপ নিশ্চয় অভেদ জ্ঞান যাঁহার হয়, তাঁহার চিত্তকে অহঙ্কার, দ্বেষ, পৈশুন্যাদি দোষসমূহে

কদাচ আকৃষ্ট করিতে পারে না, এক দিন অবশ্যই মরণ হইবেক, এইরূপ নিশ্চয় জানিলে আপনার মৃত্যুপ্রাপ্তিতে ভয় করা মিথ্যা। জন্ম পাইয়া পুরুষ প্রাপ্তব্য যে কিঞ্চিৎ ধনাদি, তাহা অবশ্যই প্রাপ্ত হন। তাহাতে সেই ধনাদি বিষয় লাভ জন্য মুগ্ধ হওয়াই মূঢ়তার বিষয় জানিবে। পুত্র, ভার্য্যা, গৃহ ধনাদি বিষয়েতে মনের আসক্তি ত্যাগ, ইষ্ট কিম্বা অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সদা সমান ভাব, জনাকীর্ণ স্থানে সর্ব্বদা অবস্থিতি না করা, নির্জ্জন দেশ সেবা, উপনিষদাদি ব্রহ্ম-বিদ্যার সদা আলোচনা, সর্ব্বদা আত্মার ভাবনা, ব্রহ্মজ্ঞান-জনক শাস্ত্রার্থ সকল দৃষ্টি করা, ইন্দ্রিয় দমনে যত্ন করা, কুসংস্কার সমস্ত পরিত্যাগ করা, অসৎপ্রবৃত্তির বশীভূত না হওয়া, ইত্যাদি প্রকার কর্ম্ম সকলের যে সাধন তাহাই জ্ঞানসাধন জানিবে। শাস্ত্রে কহেন, যাহা ইহার বিপরীত তাহা অজ্ঞান। অতএব হে ভূপতে! তুমি সর্ব্বপ্রকারে জ্ঞানী হইয়া, স্থির বুদ্ধির দ্বারা অজ্ঞান ত্যাগ করতঃ, প্রসন্ন ও চিন্তারহিত মনো-দ্বারা একাত্মাতে সর্ব্বত্র সমানদর্শী ও স্থিরচিত্ত হইয়া যথো-পস্থিত কর্ম্ম করিয়া সাধুসেবিত জীবন্মুক্তি পদে স্থিত হও। আমি সর্ব্বময় ব্রহ্ম, ইহা অন্তরে স্থির জানিয়া শরীরের সম্বন্ধ অসম্বন্ধ শূন্য, মৌনী, প্রশান্তমনা, একরূপ ও মহান্, হইয়া সর্ব্বদা পরম ব্রহ্মেতে স্থিতি কর। এই যে কিঞ্চিৎ বিষয় জগৎসমূহ যাহা দর্শন হইতেছে, এতৎসমুদায় অমল ব্রহ্মময়, জানিবে। ব্রহ্ম চিৎ ব্রহ্ম ভুবনং ব্রহ্ম ভূতপরম্পরা॥ ব্রহ্মা

হং ব্রহ্ম মচ্ছত্রুঃ ব্রহ্ম সন্মিত্রবান্ধবাঃ ॥ যদিদং কিঞ্চিদাভোগি জগজ্জালং প্রদৃশ্যতে ॥ তৎ সর্ব্বমমলং ব্রহ্ম বৃংহয়ৈতদ্ব্যবস্থিতম্ ॥ ব্রহ্ম চৈতন্য, ত্রিভুবন ব্রহ্মময়, সকল ভূতপরম্পরা ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম, আমার শত্রু, মিত্র, বান্ধবাদি সকলই ব্রহ্ম, এই জগৎ, ব্রহ্মময় এইরূপ ব্যবস্থা স্থির কর, তবে সর্ব্বদা ব্রহ্মেতে স্থিত হইয়া নিত্য সুখে সুখী হইবে। সকল বস্তু ব্রহ্মময়, এইরূপ দৃঢ় স্থির জ্ঞানোদয় হইলে, জীব পরমানন্দরূপ অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হয়েন। এই জগতের যেরূপে উৎপত্তি ও যেরূপে নাশ হয়, তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক বিচার করিয়া যাহা যথার্থ তাহা দর্শন করিয়া জ্ঞানী হইয়া সর্ব্বক্ষণ নির্গুণ পরমব্রহ্মেতে স্থিত হও। তবে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। জ্ঞানহীনের কদাচ মুক্তি নাই, ইহা নিশ্চয় জানিবে। অত্যন্ত জ্ঞানহীন হইলে যদি মোক্ষ হয়, তবে সুষুপ্তি অবস্থাতেও মুক্তি হইতে পারে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থার অতীত, স্বপ্রকাশ, অবিনাশী, সত্যস্বরূপ, নিত্য, সচ্চিদানন্দরূপ, সর্ব্বসারাৎসার, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণাতীত, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ এক পরমাত্মার জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তির অন্য কোন উপায় নাই। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের শেষ সিদ্ধান্ত জানিবে। এই জগতে এক ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই, আত্মা সত্য। অন্য সকল বস্তু অসত্য। ঈষৎ দীপ্ত, ক্ষণিকমাত্র। যাহা সম্প্রতি দীপ্যমান আছে, তাহা পরে থাকিবে না। যাহা

অদ্য দেখা যাইতেছে, কল্য তাহা আর চক্ষুর্গোচর হয় না। যে সকল বস্তু, কিম্বা যে সকল বিষয় বহুবর্ষ পূর্ব্বে দৃষ্টিগোচর কিম্বা শ্রুতিগোচর হইয়াছে, এক্ষণে সে সকল বিষয় দেখিতে, কি শুনিতে. পাওয়া যায় না। বহু যত্ন দ্বারা সঞ্চিত যে কোন বস্তু যুগ পরিমাণ থাকিলেও তাহা কাল-ক্রমে নাশপ্রাপ্ত হয়। এই পৃথিবীও মহাপ্রলয়কালে সুস্থিরা হইবে না, কালক্রমে ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমু-দায় জগৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইবেক। অতএব তুমি সেই ত্রিকা-লাতীত; সত্য, অবিনাশী, আদ্যন্তমধ্য-বর্জ্জিত সর্ব্বকাল সর্ব্বত্র বিরাজমান পরমব্রহ্মকে জানিয়া পূর্ণ পরমানন্দরূপ প্রাপ্ত হইয়া, নিশ্চল নিরবলম্বরূপে স্থিত হও। এই জগৎ স্থির বস্তু নহে, সেই স্থির চিদ্ব্রহ্মের আভাসমাত্র, যেমত সূর্য্য হইতে সূর্য্যের কিরণ পৃথক্ নহে, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে এই জগৎ ভিন্ন নহে। যে ব্যক্তি এইরূপ দৃঢ় চিন্তা করে, তাহার নিকটে জগৎ ও ব্রহ্ম এক জ্ঞান হয়। শাস্ত্রে কহেন, সেই জ্ঞানের নাম নির্ব্বিকল্প, অদ্বৈত বুদ্ধি ও অভেদ জ্ঞান। হে ভূপতে! কোন কালে কোন স্থলে সৎ অসৎ কোন বস্তু সম্ভবে না, কেবল এক চৈতন্য স্বরূপ, চিৎ, সৎ, পূর্ণ, পরমানন্দরূপ পরমাত্মা সর্ব্বকাল সর্বভূতে সমানরূপে বর্ত্তমান আছেন। তুমি এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান দ্বারা অন্তঃ-করণস্থ অজ্ঞান ক্ষয় কর। এই জগৎ কেবল চিৎস্বরূপ আভাসমাত্র বোধ করিয়া ভেদকল্পনা পরিত্যাগ কর। তবে

সম্যক্ প্রকারে জ্ঞানী হইয়া পরম ব্রহ্মকে জানিতে পারিবে। সেই চৈতন্যময়, সর্ব্বব্যাপী, জগৎকারণ ব্রহ্মকে জানিলে পুনরায় আর জন্ম মরণরূপ ভ্রান্তির উদয় হয় না। এই সঙ্কল্প-স্বরূপ সংসারচক্র কেবল মনোরূপ নাভিদেশে বিরাজমান আছে। এই মনোনাভি রুদ্ধ করিলে সংসারচক্রভ্রমণ দুঃখ নিবৃত্তি হয়। শাস্ত্রবিধান, এবং বুদ্ধি সৌজন্যযুক্ত পুরুষকার দ্বারা যে বস্তু প্রাপ্ত না হওয়া যায়, এমত বস্তু জগতে নাই। অতএব তুমি পরম পুরুষকার দ্বারা বল, প্রজ্ঞা, আশ্রয় করিয়া সংসারচক্রের নাভিস্বরূপ চিত্তকে রোধ করতঃ সকল বস্তুর সংকল্প ত্যাগপূর্ব্বক চিন্তাহীন মনোদ্বারা প্রবাহ-পতিত ন্যায় যথা উপস্থিত কর্ম্ম করিয়া নিষ্কাম শান্ত মনে স্থিত হও। হে নৃপতে! তুমি সর্ব্বপ্রকারে মনকে স্তম্ভিত করিতে যত্ন কর, তবে জ্ঞানারূঢ় হইয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে।

রাজা কহিলেন, হে মুনে! আপনি কহিলেন, চিত্ত সংসারচক্রের নাভিস্বরূপ। তাহা কি উপায়ে রোধ করা যায়, বিস্তারিতরূপে কহিতে আজ্ঞা হউক।

চুড়ালা কহিলেন, ইষ্ট কিম্বা অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সদা সমান ভাব, নির্জ্জন স্থানে স্থিতি, সর্ব্বদা আত্মার ভাবনা, বৈরাগ্য অভ্যাস করা, ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান সাধনের উপায় সকল যাহা পূর্ব্বে তোমাকে কহিয়াছি, তদ্ব্যতিরেকে চিত্ত-নিরোধের অন্য বিশেষ উপায় নাই। তথাপি তোমার প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। যেমত হস্তের

দ্বারা হস্ত পীড়ন, দন্তের দ্বারা দন্ত পীড়ন, এবং এক লৌহের দ্বারা অন্য লৌহ চ্ছেদন হয়, তুমি সেইরূপ সঙ্কল্প-হীন নির্ব্বাসনা মনো দ্বারা বাসনাযুক্ত মনকে পীড়ন করিয়া সকল সঙ্কল্প হইতে নিবারণ কর। তাহাতে তোমার চিত্তবৃত্তি রোধ হইবেক। যখন যে কালে, যে দিকে, যে স্থানে, যে কোন অসৎবিষয়ে কিম্বা যে কোন অসৎবস্তুতে তোমার মন গমন করে, তুমি সেই কালে স্বকীয় পুরুষকার যুক্তিক্রমে বাসনাহীন মনোদ্বারা তাহাকে বলেতে আকর্ষণ করিয়া আত্মাতে নিয়োগ করিবে। এই প্রকার অভ্যাস যোগক্রমে তোমার চিত্তবৃত্তি রোধ হইলে পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি সকল লোকের দৃশ্য যাবদীয় বস্তুর কল্পনাকে শুষ্ক অসার জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারে, সেই জনের চিত্ত রোধ হয়। আকাশ অপেক্ষাও বিস্তীর্ণ, সূক্ষ্ম, শুদ্ধ শান্ত, সকল মঙ্গলালয়, সর্ব্বব্যাপী, অবিনাশী যে আত্মা, তাহা কোন কালে কোন জনে কি প্রকারে রক্ষা করিতে পারে, কিম্বা গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। যে হেতু হৃদয়াকাশ কেবল শরীর নাশে ক্ষয় হয়, ইহাতে আত্মা নষ্ট হইল বলিয়া অজ্ঞানী ব্যক্তিরা বৃথা শোক করে। যেমত ঘটাদি নষ্ট হইলে, শেষ এক অখণ্ডিত আকাশমাত্র অব-শিষ্ট থাকে, সেইরূপ এই দেহ নষ্ট হইলেও নিত্য নির্লিপ্ত বিনাশরহিত এক আত্মামাত্র স্থিত হয়েন। ঘটাদির ন্যায় দেহনাশে আত্মা কখন নষ্ট হন না। সেই আত্মা কোন

কালে কোন স্থানে কোনরূপে জাত কিম্বা মৃত হন না। সেই আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। তিনি নিরাকার। তাঁহার কোন আকার নাই। তিনি নির্ব্বিকার, কোন বিকার তাঁহাতে নাই। তিনি জলেতে দ্রব হন না, বায়ুতে শুষ্ক হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, তিনি অস্ত্রের দ্বারা ছেদনযোগ্য নহেন। তাঁহার রোগ শোক মোহ ভয় ইত্যাদি কিছুই নাই। তিনি স্বয়ং স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দময় সর্ব্বকাল সর্ব্বভূতে সর্ব্ববস্তুতে বর্ত্তমান আছেন। যেমত রজ্জুর বিস্মরণে সেই রজ্জুতে সর্পভ্রম উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অদৃশ্য, নিরাকার সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার বিস্মরণে এই বিশ্বভ্রম উৎপন্ন হয়, অন্য কোন বস্তু হইতে ইহা জাত হয় না, ইহা নিশ্চয় জানিবে। হে পৃথ্বীপতে! অহঙ্কারই সকল ভ্রমের মূল কারণ। সেই অহঙ্কার দ্বারা নানাপ্রকার আধি ব্যাধি উৎপন্ন হওয়াতে বিবেকবিহীন মূঢ় ব্যক্তি সকল পরমার্থ হীন হইয়া পুনঃপুনঃ জন্ম মরণরূপ ভ্রান্তি দ্বারা সংসারসাগরে স্থিত নরকস্বরূপ কুম্ভীর কর্ত্তৃক গ্রাসিত হইয়া নাশপ্রাপ্ত হয়। অতএব তুমি অতিযত্নপূর্ব্বক স্বীয় মনকে স্তম্ভিতকরণ দ্বারা দুর্জয় অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করিয়া আধিব্যাধি বিহীন, জরা, রোগ, শোক, মরণ ও ভয় রহিত হইয়া সর্ব্বত্র সমভাবে নিয়ত সুখেতে স্থিত হও।

রাজা কহিলেন, শরীরেতে আধি, এবং ব্যাধি কিরূপে উৎপন্ন হয়, আর কি উপায়েই বা তাহা নষ্ট হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক বিশেষ করিয়া বল।

চূড়ালা কহিলেন, তত্ত্বজ্ঞানহীন, ভ্রমান্ধমূঢ়, অজ্ঞানী লোকেরা সর্ব্বদা আধি ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া ইহ সংসারে অশেষ প্রকারে যন্ত্রণা ভোগ করে। তত্ত্বজ্ঞান না থাকাতে, ইন্দ্রিয় দমন না করাতে, মনেতে রাগদ্বেষ প্রভৃতি কখন ক্ষীণ হয় না, বরঞ্চ নিরন্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাহাতে এই ধনাদি আমার নষ্ট হইল, এই বিষয় আমার লাভ হইল না, আমার এ অভিলাষ সিদ্ধ হইল না, আমার এই শত্রুকে জয় করিতে পারিলাম না, এই আমার এক পুত্র অকালে প্রাণ পরিত্যাগ করিল, ইত্যাদিপ্রকার মনের যে শোক তাপ দুঃখ দুর্ভাবনাদি উদয় হয়, সেই মনঃপীড়াকে আধি শব্দে কহা যায়। আর দৈহিক দুঃখের নাম ব্যাধি, অর্থাৎ শরীরের যে জ্বর প্লীহা ব্রণাদি রোগ, তাহাকেই ব্যাধি শব্দে কহে। অতিশয় ইচ্ছা প্রকাশ দ্বারা অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে পর্য্যুষিতাদি অন্ন ভোজনে, এবং নিয়মিত কালাতিক্রমে ভোজন করাতে ব্যাধি হয়। দুর্দ্দেশ গমনে, দুষ্কর্ম্ম সেবনে, দুষ্ট সংসর্গ ও দুর্ভাবনাদি দ্বারা শরীরেতে ব্যাধি জন্মে। দেহ নাড়ীর ক্ষীণতা, কিম্বা অতিপূর্ণতা হওয়াতে দুঃস্থিতি দোষহেতু দেহেতে ব্যাধি প্রবৃত্ত হয়, এবং পূর্ব্বজন্মকৃত, কিম্বা ইহ জন্মকৃত, লোকের যে শুভ ও অশুভ গতি থাকে, তাহার মধ্যে অশুভ গতি দুঃখেতে যোজনা করাতে ব্যাধি হয়। অপর এই সংসারের মধ্যে দুই প্রকার ব্যাধি আছে, এক সামান্য ব্যাধি, অপর সার ব্যাধি। লোকপরম্পরায়

দৈহিক ব্যবহারসিদ্ধ যে রোগ, সেই সামান্য। আর জন্ম-রূপ সার ব্যাধি জানিবে। চিকিৎসাদিশাস্ত্রোক্ত দ্রব্য ও ইষ্ট ঔষধাদির দ্বারা দৈহিক রোগ নষ্ট হয়, এবং স্বকীয় মনঃ-পীড়াজনিত আধি ক্ষয় হইলে মানসপীড়াজনিত ব্যাধিও নষ্ট হয়, কিন্তু জন্মরূপ যে সার ব্যাধি, তাহা তত্ত্বজ্ঞান ব্যতি-রেকে কথনই নষ্ট হয় না।

রাজা কহিলেন, হে মুনে! আধি হইতে কিরূপে ব্যাধির উৎপত্তি হয়, আর তাহা কিরূপে নষ্ট হয়, বিশেষ-রূপে বল।

চূড়ালা কহিলেন, মনেতে দুঃখিত হইলে দেহ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, প্রাণী সকল ক্রোধ করিয়া ভাবী অমঙ্গল বিবেচনা করে না। ক্রোধাদিতে অভিভূত ব্যক্তি পূর্ব্বাপর দৃষ্টি না করিয়া প্রকৃত পথত্যাগে যথাপ্রাপ্ত কুপথে গমন করে, সুতরাং কুপথগামী ব্যক্তির দেহ নাড়ী সমুদায় ক্ষুব্ধ হওয়াতে ক্রমে ব্যাধি জন্মায়। শোকমোহাদির দ্বারা শরীর ক্ষুব্ধ হওয়াতে প্রাণবায়ু সমগতি না করাতে দেহ নাড়ীর ব্যতিক্রম ভাবে স্থিতি হয়। তাহাতে ভুক্ত অন্নাদির অজীর্ণত্ব, কুজীর্ণত্ব, অথবা অতিজীর্ণত্বহেতুক সেই দোষার্থ অন্নাদি শরীর মধ্যে বিরুদ্ধ হইয়া পরিপাকেতে ব্যাধিরূপে পরিণত হয়। এই প্রকারে আধি হইতে ব্যাধি হয়, আধিনাশে তাহার নাশ হয়। হে মহীপতে! নিকষ-প্রস্তর ঘর্ষণ দ্বারা স্বর্ণ যেমত নির্ম্মল হয়, সেইরূপ শুদ্ধ পুণ্য

কর্ম্ম, সাধুসঙ্গ, ও সর্ব্বদা জ্ঞানালোচনা করাতে মন অতি-নির্ম্মল হয়। শোকমোহাদিবিকারবিহীন শুদ্ধ, শান্ত সুনির্ম্মল চিত্ত হইলে দেহের আনন্দপূর্ণ কান্তি বৃদ্ধি হয়। তাহাতে প্রাণবায়ু স্বভাবগতি করাতে ভুক্ত অন্নাদি সুজীর্ণ হইয়া ব্যাধির উৎপত্তি হয় না। অতএব তুমি এই সকল ক্রম বিশেষ অবগত হইয়া সকল সঙ্কল্প বর্জ্জিত, উদ্বেগশূন্য, নির্ব্বিকল্প, এক অদ্বৈত অভেদ জ্ঞান দ্বারা, সর্ব্বদা নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক, কেবল আপন আত্মাকে দর্শন করতঃ নির্ব্ব্যাধিশরীর হইয়া নিত্য পরমানন্দসুখে অবস্থিত হও। জরা, মরণ, রোগ, শোক, ভয়রহিত, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, বাক্য ও মনের অগোচর, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির অতীত, শুদ্ধ, শুভ, সর্ব্বব্যাপী, সকলের কারণ, চৈতন্যস্বরূপ, সেই পরমদেবতা পরমাত্মাকে জানিলে সকল দুঃখ নিরাকৃত হইয়া ইহ জন্মে জীবন্মুক্ত, দেহান্তে বিদেহ মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে।

রাজা কহিলেন, মুনীশ্বর! প্রবোধযুক্ত, সকল সঙ্কল্প-ত্যাগী পরমাত্মা ব্রহ্মজ্ঞানীর চিত্ত থাকে না, যদি ইহা নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তি দৈহিক ধর্ম্ম আহার ব্যবহারাদি কর্ম্ম কিরূপে নির্ব্বাহ করেন?

চূড়ালা কহিলেন, যে অশুভ বাসনা দ্বারা সাধারণ লোকে পুনঃপুনঃ জন্ম মরণরূপ মহাব্যাধিগ্রস্ত হয়, সেই মলিনবাসনারূপ চিত্ত জীবন্মুক্ত পুরুষের থাকে না, তত্ত্ব-বোধহীন, মূঢ় মলিনবাসনাযুক্ত যে চিত্ত, সেই পুনঃপুনঃ

জন্মদুঃখ প্রদানের কারণ। আর প্রবোধযুক্ত, প্রকাশরূপ, নির্ম্মল, নিষ্কাম, জ্ঞানীর যে চিত্ত, যে বাসনারূপ চিত্তের দ্বারা জীবন্মুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি দৈহিক ব্যাপার স্নান আহার শয়ন গমনাদি কর্ম্ম সকল সম্পাদন করেন, শুদ্ধসত্ত্বা নামে সেই বাসনা জানিবে। সেই বাসনাতে আর পুনরায় জন্ম হয় না। হে নৃপতে! পূর্ব্বেই তোমাকে কহিয়াছি যে, পদ্মপত্র যেমত জলেতে উৎপন্ন হইয়া জলেতে স্থিতি করিয়াও জলেতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ অহঙ্কারহীন জীবন্মুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি দৈহিক ব্যবহার কর্ম্ম করিলেও তাহাতে চিত্তের দ্বারা কখন লিপ্ত হয়েন না। তাঁহারা কেবল প্রবাহপতিত ন্যায় যথাপ্রাপ্ত, যথা উপস্থিত কর্ম্মমাত্র করিয়া সমভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। হে মহীপতে! শাস্ত্রদৃষ্টি, আর সৎসঙ্গ করিয়া জ্ঞানাভ্যাসযোগ দ্বারা চিত্ত, সুনির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদয়প্রাপ্ত হইলে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারসমূহ অচিরাৎ দূরীকৃত হইয়া নষ্ট হয়।

রাজা কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! অপূর্ব্বসারফলপ্রদ, অজ্ঞানতিমিরবিনাশক, মহাত্মা জ্ঞানী লোকের সঙ্গ। যেহেতু হে ব্রহ্মন্! জন্মাবধি যে ব্রহ্মের মহানামামৃত আমি না পাইয়াছিলাম, অদ্য তোমার সঙ্গপ্রাপ্ত হইয়া তোমার অনুগ্রহে সেই সর্ব্বোপরিস্থিত সকল সারের সার অমল ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া অকস্মাৎ অতি আশ্চর্য্য-রূপে আমি প্রবোধিত হইলাম। হে মহামুনে! হে ভগ-

বন্! হে গুরো! আমার পরম সৌভাগ্যক্রমে অদ্য তুমি এস্থানে শুভাগমন করিয়াছ, যেহেতু সম্প্রতি তুমি যেরূপ শান্তিরস সুখপ্রদ অমৃতময় অতি অপূর্ব্ব জ্ঞান বাক্য সকল কহিলে, তদ্দ্বারা আমার অহঙ্কারাদি জগদ্বস্তু ভ্রমদৃষ্টি সমুদায় নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া অবিনাশী পরমব্রহ্মরূপ আত্মাতে আমি বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইলাম। তোমার চরণপ্রসাদে তোমার অনুগ্রহেতে অদ্য আমার জন্ম সফল হইল।

চুড়ালা কহিলেন, স্তব স্তুতি কিম্বা নিন্দাতে যাহার মন হর্ষ, কি বিষাদ প্রাপ্ত না হয়, লাভ কিম্বা ক্ষতিতে যে ব্যক্তির উল্লাস কিম্বা খেদ প্রকাশ না হয়, শোক অথবা হর্ষেতে যাহার মনকে আকৃষ্ট করিতে না পারে, সেই ব্যক্তি যথার্থ সাধু জ্ঞানী জানিবে। অতএব তুমি মিথ্যা বিনয় বাক্যের দ্বারা আমার স্তুতি করিও না, বিষয়ভোগের চেষ্টা ত্যাগ হইলে মন শান্ত ও সুস্থির হয়, ইন্দ্রিয়গণও বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। পরে ইন্দ্রিয় সহিত মন বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া সুমেরুর ন্যায় সুস্থিরতা প্রাপ্ত হইলে, চিত্তবিকার, কামাদি মলা সকল পরিত্যাগ পাইয়া উপদেষ্টা জ্ঞানী জনের নির্ম্মল উপদেশ বাক্য সকল তাহাতে বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইয়া সফল হয়। অতএব হে ভুপতে! তুমি এই যোগ যুক্তি দ্বারা এই তপোবনে নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হইয়া জীবন্মুক্ত পদে অচলরূপে নিত্য সুখে অবস্থান কর। এক্ষণে আমি পিতার নিকটে স্বর্গে গমন করি, তোমাকে মনস্কার।

কুম্ভরূপধারিণী রাজমহিষী চুড়ালা ছদ্মবেশে নিজ পতিকে এই প্রকারে প্রবোধ প্রদানপূর্ব্বক সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং সর্ব্বসুলক্ষণ সম্পন্ন নিজ অকৃত্রিম স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া অদৃশ্যরূপে রাজ অন্তঃপুরে প্রবিষ্টা হইয়া কিয়দ্দিন পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনর্ব্বার এক দিবস কুম্ভবেশে স্বামীর নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন যে, রাজা শিলাতল হইতে উৎকীর্ণ পুত্তলিকার ন্যায় নিষ্পন্দ মৌনী মুদ্রিতচক্ষু ও বাহ্যজ্ঞানবিহীন হইয়া ধ্যানেতে নিমগ্নচিত্ত ও নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অবস্থিত আছেন। রাজমহিষী স্বীয় প্রাণেশ্বরকে তাদৃশাবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া রাজার দেহে বোধের কারণ সত্ত্ব গুণশেষ আছে কি না, জানিবার নিমিত্ত রাজার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিলেন, এবং রাজার হৃদয়ে সত্ত্বগুণ অবশিষ্ট আছে, ইহা অবগত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী আসনে উপবেশনপূর্ব্বক অতি সুমধুর স্বরে সামবেদ গান করিতে লাগিলেন। যেমত বসন্তে সূর্য্যসমাগমে পদ্মিনী প্রফুল্ল হয়, সেইরূপ রাজা সুমধুর সামবেদের শব্দ শ্রবণে প্রবুদ্ধ হইয়া, চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক সম্মুখোপস্থিত কুম্ভকে দর্শন করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে মৃদু মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, হে ভগবন্ গুরো! অদ্য আমি ধন্য হইলাম, যে হেতু তুমি মুনীশ্বর ও সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ হইয়াও এস্থানে পুনর্ব্বার শুভাগমন করিয়াছ। হে মুনে! পরম ভাগ্যক্রমে তুমি এই বনে পুনরায় শুভাগমনরূপ অনুগ্রহ

প্রকাশ করিয়াছ, তোমার আগমনে আমি পরম পবিত্র হইলাম।

চুড়ালা কহিলেন, রাজন্! তোমার সহিত প্রথম সন্দর্শন দিবসাবধি আমার মন তোমাতেই রহিয়াছে। স্বর্গবাসে আর আমার মন রত হয় না। হে ভূপতে! তোমার তুল্য সুহৃৎ, সখা, মিত্র, বন্ধু, এবং বিশ্বাসী শিষ্য আমার এ জগতে আর কেহই নাই, অতএব আমি তোমার সহিত একত্র বাস করিব, এই মানসে স্বর্গ ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার তোমার নিকটে আসিয়াছি।

রাজা কহিলেন, হে সাধো মুনে! চিরকালের পর অদ্য আমার পুণ্য বৃক্ষ ফলিত হইল, যেহেতু তুমি সঙ্গরহিত, ও ইচ্ছারহিত হইয়াও আমার সঙ্গ ইচ্ছা করিতেছ। ইহা আমার বহুদিনের সঞ্চিত পুণ্যরাশির ফল কহিতে হইবেক। হে মহামুনে! তোমার দত্ত যোগযুক্তি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভে আমি যেমত বিশ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছি, এমত বিশ্রামসুখ জগতে আর নাই। হে গুরো! তোমার প্রসাদে সংসারের সীমার অন্ত পাইয়া লব্ধব্য পরমব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার উপদেশের বিষয়, কিম্বা জিজ্ঞাসার বিষয় কিছুই নাই, সর্ব্বত্র সমান চিত্তের দ্বারা সর্ব্বদুঃখ পরিত্যাগ করিয়া কল্পনাশূন্য, মোহ ভয় মরণ রহিত, নির্ম্মল, আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত হইয়া, নিত্য পূর্ণানন্দ সুখে অবস্থিত আছি। হে

ভগবন্! তোমাকে এ কৃতজ্ঞতার উপহার প্রদান করি, এমত বস্তুও জগতে দুর্ল্লভ।

জ্ঞানসিদ্ধা পতিপ্রাণা চূড়ালা, নিজ প্রাণকান্তের তাদৃশ জ্ঞানসিদ্ধ সমাধি অবস্থা দর্শন করিয়া, ও পতির মুখ হইতে এই প্রকার অদ্ভুত জ্ঞান বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া মনেতে অসীম সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া তদবধি স্বামীর সহিত সেই বনে বাস করিলেন। সর্ব্বত্র সমান চিত্ত সেই রাজদম্পতি পরস্পর নানা জ্ঞানালোচনা দ্বারা পরমসুখে কালযাপন করেন। যেমত প্রচণ্ড বায়ু বহনেতেও সুমেরুপর্ব্বতকে কখন চালনা করিতে পারে না, সেইরূপ এ বস্তু ত্যাজ্য, ও এ বস্তু গ্রাহ্য, এমত কল্পনা তাঁহাদের মনকে আকর্ষণ করিতে পারিল না। এই-রূপে সর্ব্বত্র সমভাবে স্থিত হইয়া, নদ, নদী, সরোবর ও বহুপ্রকার ফলমূলাদি যুক্ত বৃক্ষ শ্রেণিতে শোভমান, সেই সুরম্য পুষ্পলতাশ্রমের মধ্যে দুইজনে পরমানন্দে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কতকদিন অতীত হইলে একদা রাজমহিষী স্বীয় পতির কামদেবের ন্যায় কান্তি-বিশিষ্ট সুন্দর মনোহর অতি অপূর্ব্ব শ্রী দেখিয়া, মনোমধ্যে বিচার দ্বারা স্থির করিলেন, যে এই আমার স্বামী তত্ত্বজ্ঞান লাভে জীবন্মুক্ত হইয়া সম্প্রতি ব্যাধিশূন্য নূতন কলেবর-প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি কামিনী হইয়া নিজ স্ত্রীধর্ম্ম কেনন্য পালন করি। যে হেতু, ব্রহ্মবেত্তা জ্ঞানী লোকের পক্ষে যথাপ্রাপ্ত উপস্থিত বিষয় পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন কি।

আর অনিত্য সাংসারিক কর্ম্ম করিলেই বা জ্ঞানীজনের কি হইতে পারে, অতএব স্বামী যাহাতে আমার স্ত্রীধর্ম্ম রক্ষা করেন, বুদ্ধিযোগে কৌশলে পুনরায় এমত কোন নূতন প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিব। এইরূপ স্থির করিয়া তৎপরদিন প্রাতঃকালে নিত্য কৃত্যাদি সমাপনানন্তর রাজাকে কহিলেন, রাজন্! অদ্য চৈত্র মাসের শুক্লপ্রতিপৎ। অদ্য স্বর্গে কোন বিষ্ণুর মহোৎসব কর্ম্ম হইবেক। সেই উৎসবে পিতা নারদ মুনি ব্রহ্মলোক হইতে দেবালয়ে আগমন করিবেন। তথায় তিনি আমাকে উপস্থিত না দেখিলে, আমার প্রতি কোপ প্রকাশ করিতে পারেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শিষ্টলোক গুরুজনের উদ্বেগজনক কোন কর্ম্ম কখন করেন না। একারণ অদ্য পিতার নিকট আমাকে যাইতে হইবে। হে নৃপতে! যাহার যে নিয়তি থাকে, তাহা শরীর থাকিতে কখনই ত্যাগ হয় না, এবিধায় কর্ম্মের বলাবল আমি অবশ্যই পালন করিব, এবং তুমি আমাকে পালন, করাইয়া স্বয়ংও তাহা পালন করিবে। অতএব কিঞ্চিৎকাল ধ্যানে স্থিত হইয়া এস্থানে অবস্থান কর, পুনরায় অতি ত্বরায় তোমার নিকটে প্রত্যাগমন করিব। স্বর্গাপেক্ষা তোমার সহবাসে আমার অধিক সুখ অনুভব হয়, ইহা নিশ্চয় জানিবে। চূড়ালা রাজাকে এই প্রকার কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়া নিজ স্ত্রীবেশ ধারণ দ্বারা অদৃশ্যরূপে স্বীয়ান্তঃপুরে প্রবেশ করত নিয়মত রাজ্যকার্য্যাদি সমাধা করণানন্তর, পুনঃ-

র্ব্বার তপোবনে স্বামী সন্নিধানে আগমন করিলেন, সিদ্ধা যোগিনী সেই রাজমহিষী স্বভাবতঃ অক্ষোভ, অখিন্ন-চিত্ত হইয়াও রাজার সম্মুখে যাইয়া, মহাব্যাকুল, সচিন্তিত ও খেদান্বিত হইয়া মলিন বদনে দণ্ডায়মানা হইলেন। রাজা তাদৃশাকার কুম্ভকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেব! তোমাকে নমস্কার করি। হে মুনিসুত! অদ্য কিনিমিত্ত তোমাকে চিন্তাযুক্ত, খেদান্বিত মলিনাস্য দেখিতেছি। খেদ, চিন্তা ত্যাগ করিয়া এই আসনে উপবেশন কর। পদ্মপত্র যেমত জলেতে আর্দ্র হয় না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী সাধুপুরুষ কখন হর্ষবিষাদ আশ্রয় করেন না। রাজা এই প্রকার কহিলে, চূড়ালা আসনে উপবেশনপূর্ব্বক মধুরস্বরেতে কহিলেন, রাজন্! যে পর্য্যন্ত দেহ থাকে, তাবৎ পর্য্যন্ত চিত্ত সংযোগ ব্যতিরেকে কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা উপস্থিত কর্ম্ম করিয়া যে ব্যক্তি স্থিত না হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞানী চতুর জানিবে। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানী নহে, এবং মূঢ়, সেই ব্যক্তিই মূর্খত্বপ্রযুক্ত গৃহস্থরূপ স্বভাবাবস্থাতে ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করে। যাবৎ দেহ থাকে, তাবৎ সর্ব্বত্র সমান চিত্তের দ্বারা লোকাচার মত কর্ম্ম অবশ্যই কর্ত্তব্য, কিন্তু বুদ্ধীন্দ্রিয়ের দ্বারা আসক্ত হইয়া কদাচ কোন কর্ম্ম করা জ্ঞানী জনের কর্ত্তব্য নহে।

রাজা কহিলেন, মুনে! তোমার এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান আছে, তবে কি নিমিত্ত অকারণ এমত উদ্বিগ্ন হইতেছ।

চুড়ালা কহিলেন, সুহৃদ্ জনসমীপে মর্ম্মকথা জ্ঞাপন করিলে দুঃখের অনেক লাঘব বোধ হয়, অতএব অদ্য আমার যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বলি, শ্রবণ কর। অদ্য আমি স্বর্গ হইতে পিতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া যৎকালে তোমার নিকট আসিতেছিলাম। পথের মধ্যে দুর্ব্বাসা মুনির সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আমি তাঁহাকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া রহস্যচ্ছলেতে কহিলাম, হে মুনে! তুমি যে প্রকার বস্ত্র পরিধান করিয়াছ, তাহাতে তোমাকে ক্রীড়ার যোগ্য স্বর্গ বেশ্যার ন্যায় দর্শন হইতেছে। মানদের মানদ সেই মুনি আমার এতাবৎ বাক্য শ্রবণমাত্রে, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, রে বালক, অল্পবুদ্ধি, মতিহীন, দুষ্ট, তুই আমাকে বেশ্যা বলিয়া উপহাস করিলি! অতএব তুই রাত্রিকালে বেশ্যার ন্যায় হাবভাব কটাক্ষযুক্ত, স্তন ও দীর্ঘ কেশবিশিষ্ট স্ত্রীরূপ হইবি, ত্বরায় এস্থান হইতে প্রস্থান কর। সেই বৃদ্ধ মুনির মুখ হইতে এইরূপ অকল্যাণকর বাক্য শ্রবণে আমি ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতেছিলাম, ইতিমধ্যে তিনি অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে সাতিশয় উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া আমি এই তোমার নিকট আসিতেছি। হে রাজন্! আমি পুরুষ, স্বায়ংকালে স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইয়া কি প্রকারে দেহ ধারণ করিব, কি প্রকারে গুরু, দেবতা ও ব্রাহ্মণাগ্রে স্ত্রীরূপ ধারণ দ্বারা লজ্জান্বিত মনে সদা কুণ্ঠিতান্তঃকরণে বাস করিব, এবং নারীদেহ

প্রাপ্ত হইয়া তোমার সহিতই বা কিরূপে রাত্রিযাপন করিব।

রাজা কহিলেন, হে মুনে! যে বস্তু প্রাপ্ত হইবার তাহা হউক, দেহসঙ্গ কর্ম্মাদিতে আত্মা কখন লিপ্ত হয়েন না, অতএব তুমি সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানী হইয়াও নারী দেহ প্রাপ্ত হইবে, বলিয়া যদ্যপি খেদ প্রকাশ কর, তবে সামান্য লোকে যে অল্প বিষয়ের নিমিত্ত খেদযুক্ত হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি। তুচ্ছ দেহের নিমিত্ত তুমি দুঃখিত হইও না, খেদ চিন্তা ত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বমত সমভাবে স্থিত হইয়া যথাসুখে কালাতিপাত কর। চূড়ালা রাজার এইরূপ আশ্বাস বাক্যে শান্ত হইয়া নানা কথোপকথন দ্বারা অবশিষ্ট দিবা অতিবাহন করিলেন। এদিকে জগতের প্রদীপ তুল্য সূর্য্যদেবও যেন কুম্ভের স্ত্রীবেশ ধারণ করাইবার জন্য শীঘ্রই অস্তাচলে গমন করিলেন।

সায়ংকাল উপস্থিত। শুক, শারিকা, খঞ্জন, ময়ূর, কোকিল, কোকিলা প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ স্বস্ব বৃক্ষ সমাশ্রয়পূর্ব্বক নিজ নিজ মধুর রবেতে যেন কুম্ভের প্রশংসা করিতে লাগিল। মন্দ মন্দ মলয়ানিল পরিচালিত নানা পুষ্পমঞ্জরীযুক্ত বৃক্ষশ্রেণি সকল যেন কুম্ভের স্ত্রীবেশ দর্শনার্থে আনন্দে পুনঃপুনঃ শিরশ্চালন করিতে লাগিল। কুমুদবান্ধব চন্দ্র যেন সেই রহস্য দর্শনেচ্ছায় নিজ পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে অতি ব্যস্ত হইয়া আকাশে আরোহণ করিলেন। সকল দিক্

নিস্তব্ধ, কেবল নানাপক্ষিগণের সুমধুর ধ্বনির প্রতিধ্বনিতে বনভূমি পরিপূর্ণা হইল, চতুর্দ্দিক্ কুসুম সৌরভে-আমোদিত হইল। অগণিত তারাগণবেষ্টিত পূর্ণ নিশাকরের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না দ্বারা অরণ্যময় অতিশয় সুশীতল সুধাবর্ষণ হইতে লাগিল। এমত সময়ে রাজা এবং চূড়ালা নিকটস্থ নদীতটে সায়ংকৃত্যাদি সমাপনানন্তর আশ্রমে আগমন করিয়া স্বস্ব আসনোপবেশন করিলে, চূড়ালা অল্পে অল্পে স্ত্রীবেশ ধারণকালে শীহরিয়া উঠিয়া গদ্‌গদ বাক্যে রাজাকে কহিলেন, রাজন্! দেখ দেখ, আমার কলেবর রোমাঞ্চিত হইয়া কম্পিত হইতেছে। দেখ আমার কেশ বৃদ্ধি হইয়া সুদীর্ঘ হইল। বক্ষঃস্থলে কুচদ্বয় উন্নত হইয়া উঠিল। গুল্ফ পর্য্যন্ত বস্ত্র অবলম্বিত হইল। হে ভূপতে! এক্ষণে আমার অকৃত্রিম স্ত্রীদেহ হওয়াতে মহালজ্জা উপস্থিত হইতেছে। রাজা কহিলেন, হে জ্ঞানভূষণ! অবশ্যভাবি-পদার্থের অন্যথা কখনই হয় না, যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে, নিয়তি সর্ব্বত্র প্রবল জানিবে, তাহার কোন-মতে কেহ খণ্ডন করিতে পারেন না, অতএব তুমি তন্নিমিত্তে কোনরূপে উদ্বিগ্ন না হইয়া নিশ্চিন্ত শান্তমনে স্থিত হও। চূড়ালা কহিলেন, রাজন্! ইহা অতি যথার্থ বটে যে, শরীর থাকিতে নিয়তির অন্যথা কখনই হয় না, যাবৎ দেহ থাকে, তাবৎ জীবের চিরাভ্যাসকৃত যে স্বভাব, তাহা কখনই পরিত্যাগ হয় না, শরীরের যে ধর্ম্ম তাহা শরীরে-

তেই থাকুক, আত্মার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই; এবিধায় আমি খেদ চিন্তা ত্যাগ করিয়া শান্তমনে স্থিত হইলাম।

এইরূপ কথোপকথনান্তে মৌনী হইয়া দুই জনে এক শয্যায় শয়নকরত রজনী যাপন করিলেন। ক্রমে রাত্রি প্রভাতা হইলে অতি প্রত্যূষে রাজার গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে চূড়ালা নিজ স্তনদ্বয়কে লুক্কায়িত করিয়া পুনঃ কুম্ভবেশ ধারণ করিলেন। এইরূপে প্রত্যহ দিবাভাগে কুম্ভবেশে রাজার মিত্র হইয়া নানা জ্ঞান কথার দ্বারা বনোপবন বিহার করেন, এবং রাত্রিকালে স্ত্রীবেশ ধারণ দ্বারা স্বামীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া যামিনী যাপন করেন, কিন্তু পরস্পরের অঙ্গ স্পর্শ হয় না।

কএক দিনানন্তর একদা দিবাভাগে কুম্ভবেশধারিণী চূড়ালা রাজাকে কহিলেন, হে মহীপতে! প্রত্যহ নিশাভাগে আমার স্ত্রীরূপ হওয়াতে স্ত্রীজাতির সমুদায় ধর্ম্ম ও লক্ষণ আমাতে হয়, সুতরাং আমি স্ত্রীধর্ম্মযুক্তা ও স্ত্রীধর্ম্মে কুশলা হইয়া থাকি। এক্ষণে আমার ইচ্ছা এই যে, তোমাকে স্বামিত্বে বরণ করিয়া স্ত্রীধর্ম্ম পালন করি। রাত্রিতে তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া ভার্য্যা বলিয়া গ্রহণ কর। রাজা কহিলেন, যদিও এরূপ কর্ম্মে শুভাশুভ কিছুই নাই, তথাপি যখন তোমার এই প্রকার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন তাহাই কর। চূড়ালা কহিলেন, রাজন্! যদি ইহাতে তোমার

সম্মতি হইল, তবে অদ্য শুভ লগ্ন, শ্রাবণ মাসের রাত্রি। রজনীযোগে পূর্ণচন্দ্রোদয় হইলে আমাদের শুভ বিবাহ হইবেক। এক্ষণে গাত্রোত্থান কর, বিবাহার্থ জল, পুষ্প, রত্ন, গন্ধদ্রব্যাদি আহরণে গমন করি। অনন্তর রাজা এবং চূড়ালা নানা বন পরিভ্রমণপূর্ব্বক নানা জাতীয় পুষ্প চয়ন করিয়া চন্দনাদি সুগন্ধ দ্রব্য সমুদায় আহরণপূর্ব্বক আশ্রমে আগমন করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত করিলেন। চূড়ালা স্বহস্তে পুষ্পমালা ও পুষ্পাভরণ সকল প্রস্তুত করিয়া শ্রেণিমত সাজাইয়া রাখিলেন।

ক্রমে ক্রমে দিবাবসান হইয়া শ্বেতকান্তিবিশিষ্ট রাত্রি আগতা হইল। পূর্ব্বদিক্ হইতে কাঞ্চন থালার ন্যায় নিশাপতি ক্রমে ক্রমে গগনরূপ সিংহাসনারোহণপূর্ব্বক শীতল চন্দ্রিকা দ্বারা পৃথিবীকে সমুজ্জ্বল ও সুশোভিত করিলেন। রাজা এবং চূড়ালা সন্ধ্যাকালের কর্ম্ম সকল সমাপন করিয়া স্বস্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে, চূড়ালা স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া সহাস্য মুখে রাজাকে কহিলেন, হে ভূপতে! এই দেখ আমার নিয়মিত স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইলাম। এক্ষণে তুমি আমাকে এই সকল পুষ্পাভরণে ভূষিতা করিয়া অগ্নি সন্দীপনানন্তর চন্দ্রকে সাক্ষী ও নক্ষত্রমণ্ডলকে মধ্যস্থ মানিয়া উপস্থিত ঋতুর কল্যাণার্থ অর্ঘ্য প্রদান দ্বারা আমার পাণিগ্রহণ কর। অদ্য হইতে মদনিকা নামে আমি তোমার ভার্য্যা হইলাম। তদনন্তর রাজা প্রীতিপ্রফুল্ল অন্তঃকরণে

চুড়ালাকে পুষ্পাভরণ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত করিয়া দিলে, চুড়ালাও পুষ্পমালা ও চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য দ্বারা স্বামীকে অশেষ প্রকারে শোভান্বিত করিয়া দুই জনে পুষ্পশয্যায় উপবেশনপূর্ব্বক শুভ উদ্বাহ কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে, পুনঃ কুম্ভবেশে রাজার গুরু এবং মিত্র হইয়া বনবিহার করিয়া স্থিত হয়েন। এইরূপে কতক দিন যায়, যেমত কর্ম্মফলে দুই জনে ইচ্ছাশূন্য, তেমত কর্ম্মত্যাগেও উভয়ে ইচ্ছাহীন হইয়া নানা বনোপ-বন নদ নদী সরোবর গিরি গুহা প্রভৃতিতে ভ্রমণ দ্বারা বন-ফলাদিভোজন করিয়া দুই জনে পরমানন্দিত মনে সুখে দিনাতিবাহন করেন।

একদা সায়ংকালে রাজা নিকটবর্ত্তী নদীতীরে সন্ধ্যা জপ করিতে গমন করিলে, চুড়ালা, রাজার রাগদ্বেষাদি, জয় হইয়াছে কি না, জানিবার নিমিত্ত অদূরবর্ত্তী এক গুপ্ত কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ পুষ্পাহরণ দ্বারা শয্যা বিস্তারপূর্ব্বক স্বয়ং পুষ্পাভরণে ভূষিতা হইয়া মায়াকৃত এক মিথ্যা পুরুষের গলায় হস্তার্পণপূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়া হাস্যামোদে রতা হইলেন। রাজা সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া পরে আশ্রমে আগমন করিয়া, ভার্য্যাকে না দেখিয়া ইতঃস্তত অন্বেষণ করিতে করিতে সেই গুপ্ত কুঞ্জ-মধ্যে অন্য পুরুষের সহিত হাস্যামোদরতা নিজ ভার্য্যাকে দূর হইতে দৃষ্টি করিয়া, ধৈর্য্যযুক্ত, গম্ভীর, শান্ত মনে,

বিবেচনা করিলেন, যে আমার বনিতা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কামা-ন্বিতা হইয়া অন্য পুরুষ সংসর্গে সুখানুভব করিতেছে, করুক, নিকটে যাইয়া হঠাৎ প্রীতির ব্যাঘাত করা উচিত হয় না। রাজা নির্ব্বিকারচিত্তে এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া তথা হইতে নিজ কুটিরে আগমন করিয়া আসনোপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মধ্যানে রত হইলে, চূড়ালা ব্যাকুলিতচিত্তে অতি ব্যস্ততাসহকারে রাজার সম্মুখে যাইয়া মলিনান্তঃকরণে বিমর্ষযুক্ত হইয়া কপট লজ্জা-বনতমুখে দণ্ডায়মানা হইলেন। রাজা তাদৃশাকার ভার্য্যাকে দেখিয়া নিরুদ্বেগচিত্তে সহাস্যমুখে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি এত শীঘ্র আনন্দের ব্যাঘাত করিয়া কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ, স্বেচ্ছামত যাইয়া সেই উপপতির সহিত মনস্তুষ্টি সাধন কর। চূড়ালা কহি-লেন, মহারাজ! চঞ্চলপ্রকৃতি স্ত্রীলোকের এইরূপ কাম স্বভাবসিদ্ধ জানিবে। ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিয়া ক্রোধ করিও না। হে নাথ! তুমি সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী। আমি অসমীক্ষ্যকারিণী, অপরাধিনী, মূর্খা যুবতী কামিনী। তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। হে মহারাজ! সাধু জ্ঞানী ব্যক্তিরা সদা ক্ষমাগুণযুক্ত হইয়া থাকেন।

রাজা কহিলেন, আকাশে যেমত বন উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ আমার অন্তঃকরণেও ক্রোধের উৎপত্তি নাই। হে অবলে! একমাত্র নিত্য সত্য পরম বস্তু ভিন্ন আমি

অন্তরে আর অন্য কিছু জানি না, এজন্য ব্রহ্মরূপ তোমাকে জানিয়া তোমার সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছি।

চূড়ালা প্রাণপতির মুখ হইতে এই প্রকার নিরুদ্বেগ বাক্য শ্রবণে মহাসন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া, মনোমধ্যে চিন্তা করিলেন, "অহো আশ্চর্য্য! এই আমার পতি ভগবান্ ও সাধু। ইনি ভাগ্যক্রমে এক্ষণে পরমসাম্য প্রাপ্ত হইয়া স্বপদে স্থিত হইয়াছেন। যেহেতু রাগদ্বেষ ও ভোগাদির বাসনাও রাজার মনকে কোন প্রকারে বিচলিত করিতে পারে না; অতএব এক্ষণে আমি অকৃত্রিম শরীরে আপন বৃত্তান্ত সমুদায় স্বামীকে স্মরণ করাইয়া চিরাভিলষিত বিষয় সিদ্ধ করিব। এইরূপ ধার্য্য করিয়া চূড়ালা সেই স্থানে ক্ষণমাত্রে স্বীয় অকৃত্রিমপূর্ব্ব স্ত্রীদেহ ধারণ করিলেন। নানা পক্ষিগণ প্রমুখাৎ সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মলয়ানিল যেন তথায় সমাগত হইয়া চামর ব্যজন করিতে লাগিল। আশ্রমস্থ বৃক্ষলতাবলী সকল আনন্দে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া অশ্রুপাতচ্ছলে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। ভৃঙ্গকুল নৃত্যকরণচ্ছলে ভূমিতে বিস্তৃত পুষ্পধূলিচার উপর ইতস্তত ভ্রমণকরতঃ চূড়ালার যশোগান আরম্ভ করিল। নানা পাদপ শাখাতে পক্ষিগণ আপনাপন কান্তার সহিত একত্রে বসিয়া চূড়ালার প্রীত্যর্থে সুমধুর আনন্দরব প্রচার করিতে লাগিল। আকাশে মাতৃমণ্ডলপরিবেষ্টিত পূর্ণ নিশাকর, আপন অবয়বসদৃশ দ্বিতীয় চন্দ্রমূর্ত্তি ভূতলে উদয়প্রাপ্ত হইয়াছে,

দেখিয়া যেন নক্ষত্রগণের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য সভা করিয়া বসিলেন। বায়ু সহযোগে অশোক, কিংশুক, চম্পক, নাগকেশর, কুন্দ, মালতী, মাধবীলতা, সরসিজ প্রভৃতি কুসুম সৌরভে সকল দিক্ আমোদিত হইল, আনন্দের পরিসীমা নাই। অরণ্যস্থ জল স্থলবাসী জীবজন্তু স্থাবর জঙ্গম সমুদায়, আনন্দে মগ্ন হইয়াই যেন চূড়ালার রূপগুণের প্রতি শত-শত ধন্যবাদ প্রচার করিতে লাগিল। রাজা শিখিধ্বজ, সেই সময়ে স্বীয় চিরপ্রণয়িনী অনিন্দিতাঙ্গী গুণবতী ভার্য্যাকে অকস্মাৎ সম্মুখোপস্থিত দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে অতি আশ্চর্য্যবোধে ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া, পরে কহিলেন, হে অবলে, পদ্মপত্রাক্ষি! তুমি কে? কোথা হইতে এস্থানে আগমন করিয়া হঠাৎ এই বনভূমিকে সমুজ্জ্বল ও শোভাযুক্ত করিলে। তোমার হাব ভাব, কটাক্ষ, আকৃতি ও বাক্যের সৌসাদৃশ্যে আমার চূড়ালা ভার্য্যার ন্যায় তোমাকে দেখিতেছি। অতএব হে সুন্দরি, বৃত্তান্ত কি, যথার্থ বলিয়া আমার সন্দেহ দূর কর।

চূড়ালা কহিলেন, হে প্রভো প্রাণেশ্বর! তুমি আপন [illegible]ক্তিতে যাহা জানিয়াছ, তাহাই যথার্থ বটে। তুমি যে কামিনীকে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে অন্তঃপুর মধ্যে একাকিনী পালঙ্কোপরি পরিত্যাগ করিয়া এই বনে আসিয়া বাস করিয়াছ, যে নারী তোমার দারুণ বিরহানলে নিদারুণরূপে ব্যথিত হইয়া তোমাকে প্রবোধপ্রদানার্থ, এই বনে আগ-

মন করিয়া, প্রথমে কুম্ভদেহ ধারণপূর্ব্বক পরে মদনিকানাম্নী তোমার ভার্য্যা হইয়াছিল, আমি সেই তোমার বিবাহিতা ভার্য্যা চূড়ালা। এক্ষণে নিজ অকৃত্রিম দেহধারণপূর্ব্বক তোমার সম্মুখে প্রকাশিতা হইয়াছি। হে প্রাণপতে! সম্প্রতি বেদ্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মন নির্ম্মল হওয়াতে তুমি প্রবুদ্ধ হইয়াছ। ধ্যান দ্বারা গত বৃত্তান্ত সকল স্মরণ করিলে কিছুই তোমার অবিদিত থাকিবে না। অনন্তর রাজা কিঞ্চিৎকাল ধ্যানে স্থিত হইয়া সমাধি দ্বারা স্বরাজ্য ত্যাগ অবধি চূড়ালার নিজরূপ ধারণ পর্য্যন্ত সমুদায় বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া সমাধিভঙ্গপরে আনন্দাশ্রুনয়নে রোমাঞ্চিত কলেবরে বাহুদ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক প্রিয়াকে গাঢ় আলিঙ্গন দ্বারা ক্রোড়ে বসাইয়া অপার আনন্দের সহিত কহিলেন, হে প্রিয়ে, প্রাণবল্লভে! যে দুঃখেতে উত্তীর্ণ হওয়া অতি দুঃসাধ্য, এবং যাহার নিমিত্তে অনেকানেক মহামহোপাধ্যায়, মুনি ঋষিগণ যথাবিহিত যত্ন করিয়াও সিদ্ধকাম হইতে পারেন না, এমত দুঃখরূপ মহাসমুদ্র হইতে তুমি যেরূপ বুদ্ধি কৌশলে আমাকে উদ্ধার করিয়াছ, সে বুদ্ধির উপমা নাই। সকল বিপত্তির আলয়, দুর্জ্জয় বিষয়রূপ মোহসাগর হইতে তোমার ন্যায় পতিপ্রাণা সতী, জ্ঞানসিদ্ধা গুণবতী কুলস্ত্রীই ভর্ত্তাকে উদ্ধার করেন। হে প্রাণপ্রিয়ে! তুমি স্বকীয় জ্ঞান দ্বারা ইচ্ছাশূন্য হইয়া সংসার সমুদ্রের পারপ্রাপ্ত হইয়াছ। সম্প্রতি আমার ভাগ্যক্রমে তুমি আমার

চিরবাঞ্ছনীয় যে অসীম অশেষ পরমোপকার করিলে, আমি তাহার প্রত্যুপকার কি করিব, বল। হে প্রাণেশ্বরি! তোমার প্রসাদে সংসারসাগর সমুত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বাতীত সর্ব্বগত-রূপে আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত পরমোৎকৃষ্ট সর্ব্বোপরি আত্মাতে আমি নিত্য সুখে স্থিত হইয়া আছি, যে কোন বস্তু, অনাদি, অনির্ব্বচনীয়, অনন্তরূপ, আমি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে সমর্থ নহি।

চুড়ালা কহিলেন, প্রাণনাথ! তুমি বিষয়েতে ব্যাকুলিত-চিত্ত হইয়া এই বনাশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তপস্যাতে রত হইলে। আমি তোমার নিমিত্তে অশেষ কষ্ট ও অনেক দুঃখদায়ক আপদ্ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। সেই জন্য তোমাকে বোধ প্রদান দ্বারা এক্ষণে আমি আপন স্বার্থাভিলাষ সাধন করিলাম। পূর্ব্বকার ন্যায় কুৎসিত তৃষ্ণা, এবং অসৎ-সঙ্কল্প এক্ষণে তোমাতে নাই। তবে আর তুমি আমার গৌরব কি করিতেছ। ভাগ্যক্রমে যদ্যপি এক্ষণে এই-রূপ স্বভাবাবস্থাতে স্থিত হইয়াছ, তবে আপাততঃ তোমার অভিরুচি কি হয়, যথা উপস্থিত কর্ম্মেতে তোমার মন রত হয় কি না? তাহা বল।

রাজা কহিলেন, নিষেধও জানি না, বিধানও জানি না। আমার কোন বিষয়ে ইচ্ছাও নাই, বা অনিচ্ছাও নাই, তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, কর। কাচ যেমত কাঞ্চন সংসর্গে মকরতের আভা ধারণ করে, তাহার সঙ্গে লিপ্ত হয় না,

আমি সেইমত তোমার ইচ্ছার অনুগামী হইয়া তোমার ইষ্ট সাধন করিব।

চুড়ালা কহিলেন, প্রাণেশ্বর! যদি তোমার এইরূপ অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার ইচ্ছা এই যে, আমরা যখন সর্ব্বপ্রকারে বিষয়ের আস্থা পরিত্যাগ দ্বারা নিত্য পরমানন্দ সুখে অবস্থিত হইয়াছি, তখন সম্প্রতি জীবন্মুক্তরূপে সর্ব্বত্র সমান চিত্তের দ্বারা সমান রুচিযুক্ত হইয়া কিয়দ্দিন প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া রাজত্ব পালন দ্বারা কিছুকাল যাপন করিয়া পরে বিদেহ মুক্তি প্রাপ্ত হইব। রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি বুদ্ধিক্রমে অতি উপযুক্ত বাক্য কহিয়াছ। যেহেতু রাজ্যের ত্যাগ, কিম্বা গ্রহণে, হানি বা লাভ কি আছে। উভয়ই সমান। চিন্তা ও সুখ দুঃখাদি অবস্থা ত্যাগ করিয়া দ্বেষাদি শূন্য হইয়া আমরা যথাস্থানে সমভাবে স্বভাবে স্থিত হইব। অতএব তুমি স্বসঙ্কল্প বলেতে এই স্থানে সৈন্য আনয়ন কর। আমরা তদ্দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যথানিয়মে স্বরাজ্যে গমন করিব।

চুড়ালার নিজরূপ ধারণ।

ধন্য সে চুড়ালা সতী, উদ্ধারিয়া প্রাণপতি,
স্বীয় স্বার্থ করিলা সাধন।

মরি মরি বলিহারি, উপমা না দিতে পারি,
রূপে গুণে চূড়ালা যেমন ॥
অশেষ লাবণ্যবতী, যেন দেবী সরস্বতী,
বিরাজিতা বিপিন ভিতর।
হেরিয়া সে সুধামুখী, অমর নিকর সুখী,
লাবণ্যে লাঞ্ছিত শশধর ॥
সে বাক্য অমৃতপানে, গুঞ্জরিছে এক তানে,
অলিকুল কোকিলা কোকিল।
দেখিয়া সে রূপনিধি, মূর্চ্ছান্বিত প্রায় বিধি,
হৃদয় কপাটে দিয়া খিল ॥
রূপ অতি মনোহর, কি কহিব যে সুন্দর,
পূর্ণচন্দ্র কিবা শোভা ধরে।
হাসিতে মাণিক্য জ্বলে, বাক্যেতে অমৃত ফলে,
কিবা শোভা সে মুখে নিঃসরে ॥
হরিণাক্ষী হর্ষযুতা, সুবদনী রাজসুতা,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সুশোভিত।
কি কব গুণের কথা, লেখনীর সব বৃথা,
যেন সদ্য লক্ষ্মী উপস্থিত ॥
কাননে উদয় আসি, শত চন্দ্র সুপ্রকাশি,
রূপরাশি একত্রে উদ্ভব।
যদি হয় শত মুখ, তথাপি বর্ণিয়া সুখ,
হয় কিম্বা না হয় সম্ভব ॥

চুড়ালার রূপ ধন্য, রূপসী রূপাগ্রগণ্য,
তুলনা তাহার অন্য নাই।
দূরে থাক্ মুখে বলা, পূর্ণশশী ষোল কলা,
লেখনী নিস্তব্ধপ্রায় তাই॥
পতিভক্তিপরায়ণা, সদা সহর্ষিতমনা,
পতির উদ্ধারে এত ছল।
উপদেশ কুম্ভবেশে, মদনিকা ভার্য্যা শেষে,
আর কত করিলা কৌশল॥
পতিপ্রাণা সাধ্বী সতী, নারীশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমতী,
পতিরে প্রবোধ দান দিয়া।
পূর্ণমন অভিলাষে, হৃদাহ্লাদে অবশেষে,
দেখা দিলা স্ববেশ ধরিয়া॥
কান্তা হেরি আচম্বিতে, বিস্ময় প্রফুল্লচিতে,
মহীপতি ক্ষণেক নীরব।
শিখিধ্বজ স্বহৃদয়ে, যে আনন্দ সে সময়ে,
বর্ণনেতে বর্ণ পরাভব॥
উদয় সুখের কাল, দূরীকৃত মোহ জাল,
মহীপাল মনে মহাসুখ।
নিরাকৃত সব কষ্ট, জ্ঞানোদয়ে হয় নষ্ট,
বিষয় কণ্টকবন দুখ॥

সৈন্য আহরণ ও স্বরাজ্যে গমন।

হয় হস্তি রথ রথী চলিল অপার।
অস্ত্রধারী সৈন্য চলে হাজারে হাজার॥
সর্ব্বাগ্রে চলিল ডঙ্কা পতাকা নিশান।
এক লক্ষ পদাতি হইল আগুয়ান॥
সকলের এক বেশ শোভমান ভাল।
কোষ মুক্ত অসি করে পৃষ্ঠে বান্ধা ঢাল॥
উষ্ট্রোপরে সহস্র আরোহী অস্ত্রধারী।
পঞ্চাশ সহস্র অশ্বারোহী সারি সারি॥
কটিতে কিরিচ বান্ধা করেতে বল্লম।
পৃষ্ঠে শরাসন সবে শোভিছে উত্তম॥
পাঁচশত গজ পৃষ্ঠে সুবর্ণ আ মরি।
ঝালরে বিজলি শোভা যাই বলিহারি॥
শত শত বাদ্যকরে বাজনা বাজায়।
কত রূপ বাদ্য যন্ত্র বলা নাহি যায়॥
শ্রবণ জুড়ায় শুনে সুমধুর বাঁশি।
জয়ঢাক জগঝম্প কাড়া ডম্ফ কাঁসি॥
মধুর সানাই সুর থর করতাল।
মন্দিরা মাদল বিনা মৃদঙ্গ বিশাল॥
তুরি ভেরি শঙ্খ শব্দে নিস্তব্ধ শ্রবণ।
কোলাহল শব্দ করে চলে সৈন্যগণ॥

ঐরাবতপ্রায় হস্তি পৃষ্ঠেতে ধারণ।
জড়িত মুকুতা হীরা স্বর্ণ সিংহাসন॥
দুই ভিতে ঝকমক ঝুলিছে ঝালর।
গলায় মোহরে গাঁথা মুকুতা নিকর॥
শিরোপরে চাঁদনি বিস্তৃত মনোহর।
স্কন্ধে হস্তিপক চালাইছে করিবর॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গজদেহ পর্ব্বতের প্রায়।
ভার্য্যাসহ মহারাজ উঠিলা তাহায়॥
শুভযাত্রা শুভক্ষণে করিলা রাজন।
সামন্ত বেষ্টিত দাসদাসী অগণন॥
চূড়ালার দাসী সখী সহচরীগণ।
শিবিকারোহণে সবে করিল গমন॥
শোভিত সুন্দর যানু দোলা চতুর্দ্দোল।
বাহকে বহিছে সুখে জয়ধ্বনি বোল॥
ভাটেতে গাইছে গীত রাজার মঙ্গল।
ক্রমে ক্রমে ছাড়াইল পর্ব্বত জঙ্গল॥
অবশেষ উপনীত শিখিধ্বজ দেশ।
ইন্দ্র যেন সুরপুরে করিল প্রবেশ॥
সর্ব্বত্র প্রচার হয় সেই সমাচার।
রাজ্যস্থ সকল লোকে আনন্দ অপার॥
নগরে সকলে করে মঙ্গল উৎসব।
সর্ব্বত্র শুনিতে পাই আনন্দের রব॥

সম্মুখে শোভিছে ভাল উচ্চ সিংহ দ্বারে।
রত্নকুম্ভ জলপূর্ণ তার দুই ধারে॥
দ্বারদেহ চিত্রীকৃত কাঞ্চনে রচিত।
আম্রশাখা কদলিবৃক্ষেতে সুশোভিত॥
তদন্তরে শোভমান রাজার আলয়।
যেন বিশ্বকর্ম্মাকৃত পুরী জ্ঞান হয়॥
প্রবিষ্ট পৃথিবীপতি প্রিয়ার সহিত।
প্রজা ও অমাত্যবর্গ গুরু পুরোহিত॥
রাজপুরে সর্ব্বলোকে আনন্দ হৃদয়।
জয় মহারাজ রাণী চূড়ালার জয়॥

শিখিধ্বজ রাজপুরী, দ্বিতীয় অমরাপুরী,
তুলনা তাহার কোথা আর।
সুসজ্জিত ঘর দ্বার, সুবর্ণে মণ্ডিত সার,
কি কহিব কত শোভা তার॥
স্থলে স্থলে মণি জ্বলে, স্বর্ণলতা মুক্তাফলে,
চিত্রীকৃত বিচিত্র সুন্দর।
অতি অপরূপ মূর্ত্তি, নানারূপ প্রতিমূর্ত্তি,
দেবদেবী ছবিও বিস্তর॥
স্বর্ণে পুষ্প লতা কাটা, মুকুরেতে মতি আঁটা,
স্থানে স্থানে অতি শোভা পায়।

উপরে চাঁদনি শোভা, বিনি ইন্দ্র মনোলোভা,
শশী যেন নক্ষত্র সভায় ॥
বিস্তৃত বিছানা করা, বিদ্যাধর কি অপপ্সরা,
মনোহর শয্যা সুশোভন।
শোভা হেরি পরিপাটি, লজ্জায় হইয়া মাটি,
বসুমতী পৃষ্ঠেতে ধারণ ॥
রেশমি ঝুলিচোপরে, পুষ্প লতা শোভা করে,
স্বর্ণ রৌপ্য তারে সুনির্ম্মিত।
রাজপুরী সজ্জীভুত, কি কহিব যে অদ্ভুত,
হেরি ইন্দ্র শশাঙ্ক মোহিত ॥
সুবিস্তার গৃহ মাঝে, রত্নসিংহাসন সাজে,
সিংহ যেন সুবর্ণ হইয়া।
যত্নে লয়ে সে আসন, পৃষ্ঠেতে করে ধারণ,
মণিময় ভূষণ পরিয়া ॥
মহারাজ রাজবেশে, উপবিষ্ট অবশেষে,
প্রিয়া সহ সেই সিংহাসনে।
চামর মৌচ্ছল করা, শিরে হেম ছাতা ধরা,
গণ্য নয় বিস্তার বর্ণনে ॥
সবে সহর্ষিতমতি, নর নারী ব্যস্ত অতি,
দম্পতি দর্শনে সবে যায়।
লয়ে নানা উপহার, মণি মুক্তা স্বর্ণহার,
ফল মূল কেহ বা যোগায় ॥

যোড় করে প্রজাগণ, দাঁড়াইয়া অগণন,
শিখিধ্বজ মহীপ সদনে।
রাজা রাণী একভাবে, মৃদুভাষে সমভাবে,
তোষে সবে সদানন্দ মনে॥
এই সুখে বহুকাল, রাজ্য করে মহীপাল,
জঞ্জাল জঙ্গল কিছু নাই।
দশ সহস্র বৎসর, গত হলে অতঃপর,
ধরাপতি দেহ ধরাশায়ী॥
চূড়ালাও সেই কালে, স্বামী সহ এককালে,
যোগবলে ত্যজিয়া শরীর।
প্রাণকান্তে সঙ্গে লয়ে মুক্তি পদ প্রাপ্ত হয়ে,
পর ব্রহ্মে হইলা সুস্থির॥

—)০(—

উপসংহার।

সংসার সংসার শব্দ আছে চিরকাল।
কিন্তু সে সংসার শুদ্ধ মাত্র মায়াজাল॥
পুনঃপুনঃ জন্ম মৃত্যু আছে এ সংসারে।
মরণার্থ জন্মে পুনঃ মরে জন্মিবারে॥
আকাশে যেমত নানা বর্ণ ভ্রম হয়।
তেমত ব্রহ্মেতে বিশ্ব ভ্রমের উদয়॥
পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু দ্বারা চিরকাল।
সে ভ্রম স্মরণাপেক্ষা বিস্মরণ ভাল॥
সংসারেতে পাপ কর্ম্ম আপদের ঘর।
বিধিমত পুণ্য কর্ম্ম হয় শুভকর॥
ইহলোকে কোনরূপে যাবে যেন চলে।
যদি থাকে পরকাল তরিবে কি বলে॥
জন্মিয়া মনুষ্য মধ্যে মদে মত্ত থাকি।
কামে কামিনীরে কোলে সুখ হেতু ডাকি॥
ক্রোধ বোধ রোধ করে বিশেষ চণ্ডাল।
অনুমানে অধিষ্ঠান অগ্নির মশাল॥
লোভের লাভের মত যত পূর্ণ কর।
তত বলে দেও আর এ উদর ভর॥
মোহ সম কেহ নাই মন ভুলাইতে।
তাই আমি তুমি বলি ভাই বন্ধু মিতে॥

মাৎসর্য্য আশ্চর্য্য রিপু বিশেষতঃ দ্বেষ।
পরের কুশলে বৃদ্ধি যাতনা অশেষ॥
অহঙ্কার সরদার সবাকার মূল।
রিপু মধ্যে অন্য নহে তার সমতুল॥
আমার এ পিতা মাতা পুত্র পরিবার।
আমার ঐশ্বর্য্য এই সব ঘর দ্বার॥
আমি কর্ত্তা স্বত্বস্বামী আমার এ সব।
আমি নাই খাই শুই আমার বিভব॥
আমি করি ধরি পরি হরি চিরকাল।
প্রমোদে প্রমত্ত মন ভঙ্গ নাই তাল॥
আমি আমি বই আর মুখে নাই রব।
তুমি তিনি উনি ইনি এই মত সব॥
শরীরেতে অহং বুদ্ধি সম অরি কোই।
তদ্দ্বারা দারুণ মনঃপীড়া প্রাপ্ত হই॥
তাহাতে দারুণ দুঃখ আর ঈর্ষ্যা হয়।
তাহাতে যাতনা নানা মিথ্যা ইহা নয়॥
মিথ্যা অহঙ্কার হয় উদয় মানসে।
মিথ্যা বৃদ্ধি পায় মিথ্যা ভোগের লালসে॥
দুষ্ট অহঙ্কার রিপু মাত্র মিথ্যাময়।
তাই ভীত হই ভাবি কিসে হয় ক্ষয়॥
ঐহিক ও পারত্রিকে দুঃখ প্রদায়ক।
আপদের গৃহ শুভ গুণ-বিনাশক॥

এমত যে অন্তরস্থ অহঙ্কৃতি পদ।
উচিত না হওয়া চাই তার বশম্বদ॥
ত্রিজগতে অবস্থিতি যে পদার্থে হয়।
তাহার কারণ মন শাস্ত্রমতে কয়॥
মনের ক্ষীণতা হেতু ত্রিজগৎ ক্ষীণ।
মনোব্যাধি শান্তি চেষ্টা করিবে প্রবীণ॥
এই মন শিশুকালে থাকে এক মত।
এই মন যৌবনেতে কামে হয় রত॥
এই মনে বার্দ্ধ্যক্যেতে স্পৃহার উদয়।
এই মনে শ্রদ্ধাস্পর্দ্ধা স্নেহ ভক্তি ভয়॥
এই মন বুদ্ধিরূপে বোধ দেন দান।
এই মনে শোক হর্ষ ঘৃণা লজ্জা মান॥
এই মনে সুখ দুঃখ শান্তি সুজনতা।
এই মনে একাগ্রতা ঐক্য বিভিন্নতা॥
এই মনে পুণ্যকর্ম্ম স্বর্গের লালসা।
এই মনে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আশা॥
প্রণয় প্রলোভ ক্ষোভ ভরসা সাহস।
সকলি মনের ধর্ম্ম মনের মানস॥
মন ভিন্ন কোন কর্ম্ম করে সাধ্য কার।
মনোময় এ জগৎ মনই সর্ব্বাকার॥
স্বভাবতঃ সচঞ্চল এ মনের গতি।
কখন সুপথে বৃত্তি কভু মন্দ মতি॥

মন মত্তবারণে শাসন সাধ্য কার।
বিশেষতঃ অনুগত হয় রিপু তার ॥
অনল হইতে মনোগ্রহ উষ্ণতর।
পর্ব্বতাক্রমণাপেক্ষা অতি কষ্টকর ॥
গিরি উৎপাটন কিম্বা অনল ভোজন।
বজ্রের বন্ধন কিম্বা সমুদ্র শোষণ ॥
এ সব হইতে চিত্ত নিগ্রহ কঠিন।
যে পারে করিতে সেই সুখী চিরদিন ॥
বিষম বিষয় মদে মত্ত মন করি।
ভাঙ্গিল সুখের বন তাই দুঃখে মরি ॥
মনের সঙ্কল্প মাত্রে বিষয়ে আবেশ।
আগ্রহ ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্ম করে শেষ ॥
বিষয়ে আসক্ত চিত্ত সদাই অস্থির।
বিষয় সম্ভোগ আশে অত্যন্ত অধীর ॥
বিষময় বিষয় বৃক্ষেতে আরোহণ।
কি ফল ভোজনে আশা করিয়াছ মন ॥
বিষে সুধু একমাত্র দেহ নষ্ট করে।
এ বিষয়বিষে ভ্রষ্ট করে জন্মান্তরে ॥
বিষাক্ত মিষ্টান্ন হেন বিষয়ের রস।
মন ভ্রান্ত পানে মত্ত হইয়া অবশ ॥
বিষয় কণ্টকবন সমাশ্রয়ে থাকি।
অজ্ঞান বসনে নিজ মুখপদ্ম ঢাকি ॥

প্রকৃতি প্রবৃত্তি সহবাসে হয় ক্রীড়া।
ছি ছি মন এ কেমন কিছু নাই ব্রীড়া॥
বিষয় গরল বৃক্ষে বিষফল ফুল।
অবিবেক বৈরাগ্যবিহীন তার মূল॥
এই যে বিষয় সুখ হয় কি প্রকার।
যাহাতে সংসারে স্থিতি নাম কি ইহার॥
অনিত্য অস্থায়ী এই মানবের দেহ।
এর প্রতি এত মায়া এত কেন স্নেহ॥
দেহাগারে গৃহীরূপে অধিষ্ঠান মন্।
ভৃত্যমত কর্ম্ম করে সর্ব্বেন্দ্রিয়গণ॥
যে গৃহে গৃহিণীরূপে অবিদ্যার বাস।
কভু ইষ্ট নহে সেই গৃহের আশ্বাস॥
যে শরীরগৃহের বান্ধনি শ্বাস ডোর।
কাটিতে কাটারি হাতে খাড়া কালচোর॥
নবদ্বারযুক্ত গৃহ পঞ্চভূতময়।
কখন্ পতন হবে কি আছে নিশ্চয়॥
আয়ুর সমান আর কি আছে অস্থির।
কমল পত্রেতে যথা স্থির নহে নীর॥
তরঙ্গের মালা গাঁথা আকাশ খণ্ডন।
বায়ুর বেষ্টন কিম্বা সূর্য্য উল্লঙ্ঘন॥
এ সকলে যদ্যপিও বিশ্বাস বা হয়।
তথাপি এ আয়ুতে বিশ্বাসযোগ্য নয়॥

পত্রাগ্রের জলপ্রায় ভঙ্গুর ক্ষণিক।
কখন যে গত হবে কিছু নাই ঠিক ॥
শরদে উদয় যথা বারিহীন মেঘ।
তৈলহীন দীপ যথা তরঙ্গের বেগ ॥
এ সকল যেই মত শীঘ্র গত হয়।
সেই মত আয়ু গত হয় বোধে লয় ॥
চরাচর সমস্ত পদার্থই অনিত্য।
মনুষ্যের পিতামাতা ভার্য্যা পুত্র ভৃত্য ॥
পশু পক্ষি পতঙ্গ পর্ব্বত বসুমতী।
সকলই অনিত্য মন মিথ্যা ভ্রম রতি ॥
লৌহের শলাকা পরস্পর সঙ্গহীন।
সেই মত ভার্য্যা পুত্র সম্বন্ধবিহীন ॥
মনের সঙ্কল্পমাত্রে সম্বন্ধ সংযোগ।
মনের বাসনাক্রমে বিষয় সম্ভোগ ॥
বাসনা দ্বিবিধা হয় শুদ্ধা ও মলিনা।
মলিনা জন্মের হেতু শুদ্ধা জন্মহীনা ॥
মলিনা বাসনা হয় জন্মের কারণ।
যাহাতে ইন্দ্রিয়গণে করে আকর্ষণ ॥
সেই অহংবুদ্ধিযুক্ত মলিনা বাসনা।
জন্মের কারণ হয় কহে বুধ জনা ॥
যে বাসনা দ্বারা হয় জ্ঞানের প্রকাশ।
যে বাসনা দ্বারা মুক্ত হয় আশাপাশ ॥

যে বাসনা হয় ব্রহ্ম জ্ঞানের সাধন।
দগ্ধ বীজ ন্যায় স্থিতি দেহের কারণ॥
দগ্ধ বীজ হয় যথা অঙ্কুরবিহীন।
শুদ্ধা বাসনাতে সেইমত জন্মহীন॥
যে বাসনা দ্বারা পুনর্জ্জন্ম নাহি হয়।
সেই শুদ্ধা বাসনা পণ্ডিতগণে কয়॥
যে পুরুষ, সেই শুদ্ধা বাসনা সংযুক্ত।
মহাসাধু তত্ত্বজ্ঞানী তিনি জীবন্মুক্ত॥
অশেষে বাসনা ত্যাগ মোক্ষের কারণ।
বাসনার ত্যাগ ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন॥
দৃশ্যবস্তু মাত্রে মিথ্যা সব ভ্রমময়।
এইরূপ স্থির বুদ্ধি হইলে নিশ্চয়॥
মনের যে দৃশ্য বস্তু নাশ যদি হয়।
পরম নিবৃত্তি তায় নাহিক সংশয়॥
আপন মূর্খতা হেতু কর্ম্মের প্রকাশ।
মূর্খতা হইলে দূর কর্ম্ম হয় নাশ॥
কিরূপেতে হয় এই জীবের বন্ধন।
কি উপায়ে হয় সেই বন্ধন মোচন॥
কোথা হইতে হয় এই জগৎ উত্থিত।
কি উপায়ে হয় তাহা শান্ত সমুচিত॥
আমি বা কে, কোথা হতে সংসার উদয়।
যাহার কারণ হয় সম্ভোগ বিষয়॥

বিধিমতে এইমত করিলে বিচার।
অন্তরেতে হয় তবে জ্ঞানের প্রচার॥
বাহ্যবস্তু মাত্র সব করি পরিত্যাগ।
অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা হীন হয় অনুরাগ॥
বিবেক বিচার সদা মনে হলে স্থির।
শান্ত সুশীতল মন হইবে সুধীর॥
তাহাতে উদয় জ্ঞান পরম সাধন।
যাহাতে প্রকাশ পায় পরমাত্মধন॥
পরমাত্মা পরব্রহ্ম চিদানন্দ ময়।
সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি সর্ব্বলোকাশ্রয়॥
কি কাজ ছাড়িতে এই লোক ব্যবহার।
সর্ব্বদা একান্তভাব ব্রহ্ম নিরাকার॥

স্থির হও ওহে মন, জ্ঞানে কর আরোহণ,
যাহাতে পরম পদ পাবে।
অসার সংসার কষ্ট, জ্ঞাননলে হবে নষ্ট,
রোগ শোক ভয় দূরে যাবে॥
সংসার তারণ হেতু, একমাত্র জ্ঞান সেতু,
আছে তার বিশেষ উপায়।
আর যত ধর্ম্ম কর্ম্ম, সকলি অসার মর্ম্ম,
জ্ঞানভিন্ন মুক্তি নাহি তায়॥

হৃদয়েতে ধরি ধ্যান, সর্ব্বত্র সমতা জ্ঞান,
আত্মার চিন্তন যেই করে।
কোথা তার ধর্ম্মাধর্ম্ম, কোথা তার কর্ম্মাকর্ম্ম,
জন্ম মৃত্যু দুঃখ সেই হরে॥
যে জন বাসনাহীন, জন্ম তার হয় ক্ষীণ,
মরণের ভয় কিসে হবে।
যার নাই ভেদজ্ঞান, কোথা তার অভিমান,
সকলে সমান ভাবে ভবে॥
চিত্ত হলে অবরোধ, হৃদয়ে পরম বোধ,
তত্ত্বজ্ঞান হইবে প্রকাশ।
পুনরায় মহীতলে, জন্ম নাই কোন স্থলে,
কর্ম্ম ফলে না থাকিলে আশ॥
আত্মা ভিন্ন নাহি অন্য, এই বিশ্ব নহে গণ্য,
ধন্য সেই নিত্যনিরঞ্জন।
যাহার ইচ্ছায় সৃষ্টি, এই বিশ্ব হয় দৃষ্টি,
ভ্রমরূপ কেবল স্বপন॥
সেই পরমাত্মা সত্য, জ্ঞান শাস্ত্রে যাঁর তথ্য,
বুধগণ করে অন্বেষণ।
যে বিভু বিশ্বের পতি, যিনি সর্ব্বলোক গতি,
তাঁরে নিত্য মনে রাখ মন॥
সঙ্কল্পবিহীন হও, আত্মার আশ্রয় লও,
সুখ দুঃখ সম জ্ঞান হবে।

সম্পদে না হবে তুষ্ট, বিপদে হবে না রুষ্ট,
আত্মজ্ঞান লাভ হবে তবে ॥
অহঙ্কার পরিহর, রিপু ছয় জয় কর,
ক্ষয় কর ইন্দ্রিয়ের বল।
শোক হর্ষ সমভাব, তবে পরমাত্ম লাভ,
ভাবাভাববিহীন সকল ॥
বিবেক বৈরাগ্যসহ, ক্রীড়া কর অহরহ,
দুর্জ্জন সংসর্গ করি দূর।
সদা সাধুসঙ্গে রও, মুখে তত্ত্ব কথা কও,
জ্ঞানোদয় হইবে প্রচুর ॥
শম দম উপরতি, তিতিক্ষাতে রাখ মতি,
শুভগতি হইয়ে নিশ্চয়।
শ্রদ্ধা আর সমাধান, সদা কর সুসন্ধান,
অজ্ঞানতিমির যাবে ক্ষয় ॥
অভিমান করি ত্যাগ, ছাড় দম্ভ অনুরাগ,
বিরাগবিহীন যদি হও।
দ্বেষ মদ মাৎসর্য্যতা, ছাড় নিজ প্রগল্‌ভতা,
আত্মপদে তবে সুখে রও ॥
ক্রোধপ্রতি দিয়া বোধ, ত্যজ লোভ জন্মশোধ,
পরিশোধ কর পাপ ঋণ।
কাম প্রতি হও বাম, না লবে কামিনী নাম,
কাম ধাম তবে হবে ক্ষীণ ॥

ত্যাগ করি ভয় মোহ, কুতর্ক বিতণ্ডা দ্রোহ,
নিগ্রহ করহ নিজ মনে।
মন হলে বশীভূত, সদা হবে জ্ঞানযুত,
দেখা হবে তবে আত্মা সনে॥
সর্ব্বদা সন্তোষভাবে, জয়াজয় লাভালাভে,
সমান ভাবিবে অকপটে।
ভোগ আশা করি নাশ, হীন হও মায়াপাশ,
জন্ম ফাঁশ না রহিবে ঘটে॥
আত্মার দর্শন ভিন্ন, মুক্তিপথ নাহি অন্য,
গণ্য জ্ঞানশাস্ত্রের লিখন।
দেহ মিথ্যা আত্মা সত্য, সদা জান এই তথ্য,
কথ্য এই বেদের বচন॥
পরমাত্মা স্বয়ং প্রভু, সগুণ নহেন কভু,
তিনি স্বয়ম্ভু সম্ভূত স্বপ্রকাশ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য কি আকাশ, সর্ব্বত্র তাঁহার বাস,
এই বিশ্ব তাঁহার আভাস॥
নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকার, নির্গুণ ও নিরাকার,
নিরাধার পরমাত্মা সার।
বেদে যাঁরে ব্রহ্ম কয়, সত্যচিদানন্দময়,
নিরাময় সর্ব্ব মূলাধার॥
পরমাত্মা ধ্যান জ্ঞান, অন্তরে বিরাজমান,
সর্ব্বদা আত্মাতে মন রাখ।

যেখানে সেখানে যাই, আত্মা ভিন্ন অন্য নাই,
সদা আত্মা সনে সুখে থাক ॥
আত্মার যে উপাসন, সেই ত শ্রেয়ঃসাধন,
আর যত কর্ম্মের বিপাক।
সার কর আত্মতত্ত্ব, দূর হবে স্বমূঢ়ত্ব,
আত্মা সত্য ব্রহ্ম বলে ডাক ॥

ওহে মন বলি শুন জিজ্ঞাসি যে কথা।
নিদ্রাকালে বল দেখি থাক তুমি কোথা ॥
স্বপনে যে দেহ দ্বারা করহ ভ্রমণ।
জাগ্রতেতে সেই দেহ কোথা থাকে মন ॥
জাগ্রতে যে দেহে সর্ব্ব কর্ম্ম করা যায়।
স্বপ্নকালে সেই দেহ থাকয়ে কোথায় ॥
জাগ্রতে স্বপনে তুমি যথা তথা ধাও।
সুষুপ্তিতে মন তুমি কোথা চলে যাও ॥

আমি থাকি নিদ্রাবশে, চোর আসি গৃহে পশে,
সর্ব্বস্ব লইয়া যদি যায়।
এখনো যে আছে কেহ, তখনো ত এই দেহ,
নিষেধ না কেন তবে [illegible] ॥
কোথা থাক সে সময়, দেখা [illegible] অসময়,
জাগ্রতে বিষয়ে কর [illegible]

আমারে একাকী ফেলে, তুমি কোথা যাও চলে,
নিদ্রাকালে ছাড়ি বাড়ী ঘর ॥
জাগ্রতে কি স্বপ্ন অঙ্গে, তুমি আছ সঙ্গে সঙ্গে,
দেখা নাই নিদ্রার সময়।
জাগিয়া উঠিয়া পুনঃ, বিষয় কর সন্ধান,
সুষুপ্তিতে কেন হও লয় ॥

ওহে ও মন পাষণ্ড, পলকেতে এ ব্রহ্মাণ্ড,
ভ্রমণে কি কিছু তব, শ্রমবোধ হয় না।
প্রবৃত্তির সহবাসে, সদা আছ সমুল্লাসে,
নিবৃত্তি বিশ্রাম সুখ, বুঝি তোরে সয় না ॥
যেন ভ্রমে অলিকুল, এক ছাড়ি অন্য ফুল,
আকুল মধুর জন্য, কভু স্থির রয় না।
সেইমত তব কার্য্য, ভ্রমিতেছ অনিবার্য্য,
এক স্থান নাহি ধার্য্য, একমনে লয় না ॥
কভু তব যশ আশ, কভু মান অভিলাষ,
কখন বা দেহাশ্বাস, বেশভূষা গয়না।
বিষয়ে হইয়া মত্ত, সদা তব সেই তত্ত্ব,
বিবেক বোধের বৃত্ত, কেউ তোরে কয় না ॥
জন্ম জরা মৃত্যু রোগ, আমি করি কর্ম্মভোগ,
সকলি আমার কিন্তু, তোর কিছু বয় না।

তুমি কর্ম্ম কর বটে, ফল সে আমার ঘটে,
তুমি হেথা হোথা ধাও যেন উড়ো ময়না ॥
তুমি রত মন্দকর্ম্মে, আমি মরি সে অধর্ম্মে,
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান তব কিছু নাই ভাবনা।
তিলেক সুস্থির নও, এক স্থানে নাহি রও,
এই ছিলে এই গেলে ঘুরে এলে পাবনা* ॥
এইমত তব গতি, হরিদ্বার দ্বারাবতী,
পলকে সমুদ্র পার, নিমেষেতে পাটনা †।
এক কার্য্যে নহ স্থির, বিষয়ে ব্যস্ত অধীর,
কভু ইচ্ছা রাজ্যভোগ, কভু কাট কাটনা ॥

আমি আছি হেথা বসে, তুমি এলে চাস চসে,
বাণিজ্য ব্যাপার আর, কত কর্ম্ম করিলে।
আরোহিয়া মনোরথে, ভ্রমিতেছ আশাপথে,
মজিয়া বিষয়মদে, বৃথা কাল হরিলে ॥
সঙ্কল্প বিকল্পসহ, কর্ম্ম কর অহরহ,
এ কার্য্য হইলে শেষ, অন্য কার্য্যে বাসনা।
এইমত চিরকালে, বদ্ধ হয়ে মোহজালে,
ভুলিয়া রহেছ মন, আত্মতত্ত্বোপাসনা ॥

---

* পাবনা দেশবিশেষ। † পাটনা নগর।

এ তোমার মহাদোষ, বোধ দিলে কর রোষ,
শূন্য হয় জ্ঞানকোষ, না বুঝিলে এখনো,
আর কি করিবে তবে, গৃহ পুড়ে ভস্ম হবে,
কূপ খননের চেষ্টা. বৃথা করা তখনো ॥
বৃথা কর্ম্মে কালক্ষয়, পরমায়ু গত হয়,
মিথ্যা কার্য্যে রত থাকি কত কাল কাটাবে।
ইতোভ্রষ্ট স্ততো নষ্ট, সারমাত্র মৃত্যু কষ্ট,
যে সময়ে রবিসুত নিজ দূত পাঠাবে ॥
ওহে ও মন আমার, মিছা বল কেন আর,
বাড়াও জঞ্জালভার বিষয় জঙ্গল হে।
যাহে তব হয় হিত, তারি কর বিপরীত,
বিষয়ে হয়ে মোহিত না ভাব মঙ্গল হে ॥
শুন ওরে দুরাচার, কর নিজ প্রতিকার,
বার বার কত আর দুঃখ দিবে আমারে।
বুদ্ধির আদেশ লও, বিবেকের সঙ্গে রও,
আত্মপদে স্থির হও বলি তাই তোমারে ॥

শুন মম মন অলি, তব হিত কথা বলি,
সচঞ্চল গতি কর স্থির।
তুমি হলে অচঞ্চল, আমি পাই বুদ্ধি বল,
ছেদ করি অজ্ঞানের শির ॥

চলা বলা দেখা শুনা, কি দোষ কি গুণপনা,
সর্ব্ব কর্ম্ম তোমার অধীন।
মন তুমি শান্ত রও, আমারে প্রসন্ন হও,
পৃথিবীতে থাকি যত দিন॥
আর কি কহিব বাড়া, আমি নহে তোমা ছাড়া,
যদবধি দেহে অবস্থিতি।
অতএব বলি তাই, ধীরমূর্ত্তি ধর ভাই,
ত্যাগ কর সকল কুরীতি॥
ভাব সেই চিদানন্দ, দূর কর সব দ্বন্দ্ব,
স্পন্দহীন হও ওহে মন।
সৃষ্টিস্থিতি আর লয়, যাঁহার ইচ্ছায় হয়,
ভাব সেই সত্য সনাতন॥
হৃদয়ে চৈতন্য ধ্যান, উপজিলে দিব্য জ্ঞান,
প্রাণপণে পলায় অজ্ঞান।
সত্য এই স্থির যুক্তি, তবে জীব হয় মুক্তি,
উক্তি এই বেদের বিধান॥
জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই, যাহাতে সে জ্ঞান পাই,
সদা তার কর অন্বেষণ।
বিষয়ে হইয়া মগ্ন, গত হলে শুভলগ্ন,
বৃথা যত্ন হইবে তখন॥
কালের কুটিল গতি, সদাই অস্থির অতি,
ক্ষণেক বিলম্ব নাহি সয়।

আশা না হইতে পূর্ণ, কালদন্তে হবে চূর্ণ,
দেহ গেহ ভস্মরাশি হয়॥
অন্তিম সময় হলে, দেহ দগ্ধ দুঃখানলে,
ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সব রোধ।
অন্তরে যন্ত্রণামাত্র, স্পন্দহীন হবে গাত্র,
দূরগত হত আত্মবোধ॥
বিষয় অভ্যাসক্রমে, মন মুগ্ধ মহাভ্রমে,
অন্তকালে চিন্তাগ্নি প্রবল।
অজ্ঞানে আবৃত ঘন, মায়াতে আচ্ছন্ন মন,
বুদ্ধি শুদ্ধি হারাবে সকল॥
অতএব এই বেলা, ছাড় মন মিছা খেলা,
অভ্যাস করহ তত্ত্বজ্ঞান।
সকল যন্ত্রণা যাবে, অন্তে মুক্তি পদ পাবে,
পরব্রহ্মে চিত্ত সমাধান॥
সতত সতর্কভাবে, যত্ন কর জ্ঞানলাভে,
পুনর্জ্জন্ম না হইবে আর।
যে অবধি আছে প্রাণ, হও মন সাবধান,
ধ্যান কর ব্রহ্ম সারাৎসার॥

সঙ্গীত।

মনে মনে ভাব নিরাকার।

বল কে তোমায় ছাড়িতে বলে এই লোক ব্যবহা

বিবেক বৈরাগ্য সহ, বাস কর অহরহ,

দুর্জ্জনজনসঙ্গতি দূরে করি পরিহার ॥

শম দম উপরতি, তিতিক্ষাতে রাখ মতি,

শ্রদ্ধা সমাধান প্রতি, সদা কর সুবিচার।

সযতনে ত্যজি অহঙ্কার।

শ্রীশ্যামাচরণে বলে, জন্ম নাই কোন ছলে,

যদি ধর্ম্ম পথে চলে, এই যুক্তি অনুসার ॥

সমাপ্ত।